কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

বহুবিধ সন্মান পুরঃসর নিবেদনং।

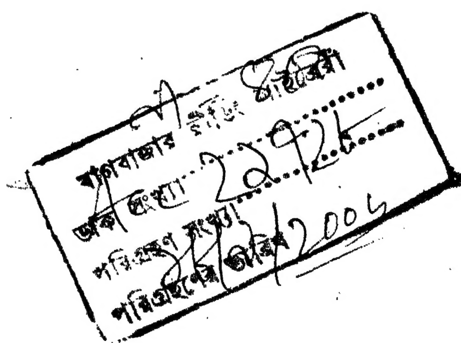
দেশীয় কতকগুলি কুৎসিত আচার ব্যবহার দূর করিবার বাসনা আমার মনে বহুদিনাবধি প্রবল ছিল। কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবিহীন বলিয়া কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে সহসা ভরসা হয় নাই। অদ্য সৌভাগ্য ক্রমে এই শরৎকুমারী নাটক উপলক্ষ করিয়া সেই সুযোগের সোপানে পদক্ষেপণ করিলাম। বস্তুতঃ নাটক প্রণয়নের এই আমার প্রথম উদ্যম। আজ্ কাল্ চারিদিকে যে প্রকার নাটক প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে নাটকের নাম শুনিবামাত্রেই লোকে কর্ণে হস্ত দান করিয়া থাকেন। যদিও আমার ইহাও সেই রূপ হইয়াছে, তথাচ আমার শরৎকুমারীর প্রতি মহাশয় যে প্রকার প্রার্থনাতিরিক্ত যত্ন করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে অনেক ভরসার উদ্রেক হইল।

এক্ষণে শরৎকুমারীকে মহাশয়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। শরৎকুমারী যদিও নিরলঙ্কৃতা, যৎসামান্যা, ও সদ্গুণে বঞ্চিতা, তথাচ আমার কৃতজ্ঞ উপহার

বিবেচনা করিয়া ইহাকে অগ্রাহ্য না করিলে আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। উপসংহার কালে নিবেদন, সাধারণ আচার ব্যবহারের স্বরূপ অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া শরৎকুমারী নাটকের স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে। ভরসা করি, মহাশয় এবং পাঠকগণ স্বীয় ঔদার্য্য গুণে সে দোষ উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় এপ্রকার শুভব্রতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, এরূপ উৎসাহ দান করিবেন। তাহা হইলেই আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

বারুইপুর
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০ সাল।

স্নেহাস্পদ
শ্রীনিমচন্দ্র মিত্র।



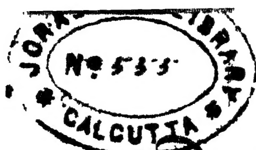
নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বিনয় বাবু	রাজা উপাধিপ্রাপ্ত গ্রাম্য জমীদার।
বিলাস	অপর জমীদার পুত্র।
উমেশ	দেশস্থ ভদ্র লোক।
মহাদেব প্রসন্ন	লম্পটদ্বয়।

কুলাচার্য্য, পারিষদদ্বয়, দরোয়ান, মেষপালক, সভাসদগণ, গ্রাম্যদ্বয়।

স্ত্রীগণ।

কামিনী	বিনয়ের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী ও শরতের মাতা।
রাজলক্ষ্মী	বিনয়ের তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী।
নৃত্যকালী	বিনয়ের ভগিনী।
শরৎকুমারী	বিনয়ের কন্যা।
গোলাপ সুন্দরী	শরৎকুমারীর গোলাপ।
হেমলতা সরস্বতী কাদম্বিনী	শরৎকুমারীর সমবয়স্কা প্রতিবাসিনীগণ।
বিনোদিনী	অপর প্রতিবাসিনী
ভগী	কামিনীর দাসী।
চপলা	রাজলক্ষ্মীর দাসী।
ক্ষমা	নাপ্তিনী।



শরৎকুমারী নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হেমলতার শয়নাগার।

(হেমলতা ও গোলাপী আসীন)

হেম। তোমার স'য়ের পত্র খানি কে এনে দিলে গোলাপ?

গোলা। পত্রখানি ভাই ডাকে এসেছে। সেই পত্র পেযে অবধি আমার মন আরও ব্যাকুল হয়ে পড়েছে।

হেম। তাতো হবেই, ছেলে বেলাটী অবধি ভাব। আর ভাব ব'লে ভাব; একত্র খাওয়া, একত্র থাকা, সবই এক সঙ্গে। পত্রে কি লিখেছেন?

গোলা। সই খালি কেঁদেচেন। যখন পত্রে এত খেদ প্রকাশ করেছেন, না জানি কেমন ক'রেই কাল

কাটাচ্ছেন। বিদেশ, সঙ্গে কেউ নেই, কার কাছেই বা আছেন? কার কাছেই বা খা'চ্চেন? তা তো কিছুই ঠিক কর্ত্তে পাচ্চিনে!

হেম। পত্রে সে বিষয় কিছু লিখেছেন কি?

গোলা। লেখবার কি জায়গা পেয়েছেন? একটু ছেঁড়া কাগজ, তাইতে পেন্সিল দিয়ে লেখা। কাগজ টুকুর আষ্টে পীষ্ঠে একটুও ফাঁক রাখেন্ নি।

হেম। পোড়া বাপের কথা লিখেছেন?

গোলা। পোড়া বাপই যেন নির্দ্দয়, আমার সই তো আর নির্দ্দয় নন। বাপ তো এই ব্যবহার করে-ছেন, তথাচ লিখেছেন "সই! বাবা ও বিমাতা যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমার মৃত্যু সংবাদই দিও! কিন্তু তাঁরা কেমন থাকেন আমাকে সর্ব্বদাই সে বিষয় লিখে পাঠাবে। সই! নিশ্চয় জান্‌বে, তোমার জন্য আমার মন যত না কাতর, তাঁদের জন্যে আমি তার চেয়েও চিন্তিত রইলেম।"

হেম। আহা! এমন মেয়ে, সাক্ষাৎ ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের শ্রী যথার্থই তাকেও বনবাসে পাঠায়! উঃ কি নরাধম! কি পাষণ্ড!

গোলা। ছোট মা বেটীর কথা যদি শুন্‌তিস্; পিসী বেটীই বা কি, ওমা এই তোর ধর্ম্ম! তুই না

মানুষ করেছিলি, তুই না আপনার মেয়ের চেয়েও ভালবাসা জানাতিস্!

হেম। আর শুনেছ, শরৎকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার পর ছোট গিন্নি বাপের বাড়ী তিন মাস কাটিয়ে আজ দিন পোনের এখানে এসেছেন। পাড়ায় প্রচার হয়েছে যে ছোট গিন্নির কপিলমণির তাগা হাতে দিয়ে দু মাস পেট হয়েছে!

গোলা। ওমা কোথায় যাব? মিন্সে কি গা, মিন্সে কি কিছুই বুঝ্তে পারেনা?

হেম। তাই তো, শরৎ যখন হলো, শরতের কত আদর। শরতের মারই বা কত যত্ন। ছোট গিন্নি ঘরে না ঢুক্তে ঢুক্তে কি সে সব উড়ে পুড়ে গেল?

গোলা। পিসী বেটীই তো এই সব ঘটালে। ছেলে হলোনা, ছেলে হলোনা ক'রে ছোট গিন্নির সঙ্গে বে দেওয়ালে। মিন্সের বুড়ো বয়সের বে, ছোট গিন্নির দিকেই টান্ বেশী। ছোট গিন্নির নামে গড়িয়ে প'ড়্তেন।

হেম। মিন্সেকে কি খাইয়েছিল না?

গোলা। আঃ সে যে ঢলাঢলি! যে দিন ছোট গিন্নি ঐ চাকর বেটার সঙ্গে ধরা প'ড়্লো, ছোট গিন্নি তো গলায় ছুরি দিতে যায়, বিষ খেতে যায়। সকলে

ঘরের ভিতর গিয়ে সব বা'র ক'রে ফেল্লে; তারির সঙ্গে একটা ছোট ওষুধের শিশি বেরিয়েছিল। ওবাড়ীর ক'ন্‌কী পিসী দেখে ব'ল্লে এ ভেড়া করবার ওষুধ!

হেম্‌। আহা এমন সোনার সংসার, এত দিন কেউ কোনো কথাটী ব'ল্‌তে পারে নি, এক আবাগীকে এনে এই অখ্যাত অপযশ। আচ্ছা ভাই শরৎ কোথায় আছেন তার কিছু ঠিকানা হয়েছে?

গোলা। না ভাই, সে ঠিকানা পাচ্চিনা। তা হলে তো চিটীর জবাব পাঠিয়ে দিই। কোথা থেকে চিটী লিখেছেন, তার কোনো সন্ধানই পাওয়া যাচ্চে না।

হেম। চিটীর পিঠের মোহর দেখেছিলে?

গোলা। না ভাই, সেটা ভাল করে দেখিনি, অত তো জানিনে। আর কেমন করেই বা জান্‌বো বল?

হেম। পত্রখানি আন্তে পার, তা হলে কারুকে দিয়ে পড়িয়ে দেখি—কোথাকার মোহর দেওয়া।

(সরস্বতীর প্রবেশ)

গোলা। আমি তবে দৌড়ে পত্রখানি নিয়ে আসি। আমি না এলে তোমরা ভাই এখান থেকে যেওনা।

[গোলাপের প্রস্থান।

সর। আতর! তোমাকে ভাই একবার এসে খুঁজে গিয়েছি। এতক্ষণ গোলাপ কি ব'ল্‌ছিল?

হেম। শরতের দুঃখের কথাই হ'চ্ছিল। আহা! শরতের আর শরতের মার কথা মনে প'ড়্‌লে আমাদেরও কান্না আসে।

সর। শরতের কাছ থেকে না পত্র এয়েছে?

হেম। কে বল্লে ভাই? তোমার প্রিয়নাথ বাবু বলেছেন নাকি? তোমার প্রিয়নাথ ভাই বেশ নোক। আমি এত পুরুষ দেখিছি, প্রিয়নাথ বাবুর মতন নোক প্রায় দেখিনি। কি মিষ্টি কথা গুলি।

সর। পত্রের কথা এইখানেই তো শুন্‌লেম। আচ্ছা আতর! সকল বিষয় অত বাড়াও কেন ভাই?

হেম। যার যে গুণ তা ব'ল্‌বো না? আমি তো ভাই তোমার প্রিয়নাথকে সুন্দর বল্‌চিনে, যে আমার বাড়ানো হবে। তোমার প্রিয়নাথের কথা, কথা প'ড়্‌লেই আমি মা টার কাছে ব'লে থাকি।

সর। অত নজর কেন ভাই? তোমার টাকু বাবু তো আরো ভাল নোক।

হেম। আমি তো ভাই মন্দ বল্‌চিনে। তবে কি না একটু রাগী; হটাৎ রেগে ওঠেন। ঐ দোষটী যদি না থাক্‌তো।

সর। তুমি কেন তোমার টাকু বাবুর ঐ দোষটী ছাড়াও না ভাই ?

হেম। হ্যাঁ আতর! এক দিন টাকু বলে কি তার নাম টাকু বাবু রাখ্‌লে ? ও দোষটী ছাড়ানো ভাই সহজ কথা নয়।

সর। আচ্ছা তোমার উপর কখনো রাগটাগ ক'রেছিলেন ?

হেম। এক দিন ক'রেছিলেন। সে রাগ যদি ভাই দেখ্‌তিস। আমি আর ভয়ে বাঁচিনে। আমি এক দিন আমাদের বড় বৌর সঙ্গে ব'সে গল্প কচ্চি। আমাদের বড় বউটা তো জানো, খারাপের শেষ। কি কথায় কথায় জোর ক'রে হেসে উঠেছিলুম, নীচের ঘরে ব'সে পড়্‌ছিলেন, উঠে এসে মাকে ব'লে দিলেন। পিসীমা এসে আমাদের দুজনকে খুব ক'সে মুক্ ক'ল্লেন। ভাই রাত্রি বেলা যে আমার উপর রাগ!

সর। তুমি কি ক'র্‌লে ?

হেম। কি আর ক'র্‌বো ? ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এক পাশ্‌টিতে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম। সেই অবধি দিব্বি করেছি আর জোর করে কথাও কব না, হাস্‌বোও না।

সর। রাগ ক'রে বল্লেন কি?

হেম। কতক গুনো বুঝোনো হলো, "দেখ মেয়ে মানুষের শান্ত স্বভাবই প্রশংসনীয়, যে মেয়ে মানুষ বাচাল হয় তাকে কেউ কখনো দেখ্‌তে পারে না। যে মেয়ে মানুষ শান্ত স্বভাব, সে সকলেরই প্রিয়।"

সর। তুমি একটীও কথা ব'ল্লে না?

হেম। মনে করেছিলুম বলি। তা ভাই, তার রাগ দেখে আর ব'ল্‌তে পাল্লুম না। কি জানি যদি আরও রেগে উঠেন।

সর। কেন ভাই! তুমি তো ব'ল্‌তে কসুর কর না। কথায় কথায় তো শুনিয়ে দিয়ে থাক।

হেম। কি জানি ভাই! এটা নাকি দোষের কথা, তাই কিছু ব'ল্লুম না। না হলে ব'ল্‌তেম।

সর। দোষের কথা কি? তুমি আর তো বেরিয়ে যেতে চাওনি, অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা কইতেও যাওনি। আপনার ঘরে ব'সে দুই যাতে কথা ক'চ্ছিলে আর হাস্‌ছিলে, এতে আর দোষ কি?

হেম। দোষ নয়। আমরা মেয়ের জাত্, আমাদের কোনো কাজেই বাড়াবাড়ি ভাল দেখায় না। যখন আমাদের কপালে বিধাতা পুরুষ লিখে দিয়ে-

ছেন " তোমরা বেরুতে পার্ব্বে না, কয়েদ খানার মত অন্দর মহলে বদ্ধ থাক্‌বে, আজন্ম কাল পরাধীন থাক্‌তে হবে, ইচ্ছামত কোনো কাজ ক'র্ত্তে পার্‌বে না " তখন আমাদের আর কোনো কথায় দরকার কি ভাই ? বিধাতা যদি কখনো দিন দেন তখন আমাদের জোর সাজ্‌বে। আজ্‌ একটা কাজ কর্‌বো, কাল তার জন্যে নাতি পয়জায় খেয়ে ম'র্ত্তে হবে। তবে আমাদের ওসব কাজে দরকার ? দেখ দেখিন্ সত্যি সত্যি আমরা অন্য কোনো অন্যায় কাজ করিনি সমবয়স্কী দুজনে ব'সে গল্প কচ্ছিলুম; মানুষের জাত্‌; যদিও হটাৎ না বুঝ্‌তে পেরে হেসে উটে থাকি, তার জন্যে ঘর শুদ্ধ ওমনি গ গ ক'রে এলেন। পিসীমা তো একবারে যেন খেতে এলেন। যখন আমাদের কপালে ঐসব লেখা তখন আমাদের চুপ্‌ ক'রে থাকাই উচিত। মনে ক'রেছিলুম বলি " আপ্‌নারা কি সমবয়স্কাদের সঙ্গে গল্প ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে হাস না, না জোর ক'রে দুটো কথা কওনা? " তা মনে কর্‌লেম দূর হ'ক্‌ আর কোনো কথায় কাজ নেই। আমাদের অবস্থা কখনো বদল হয় তো বল্‌বো।

সর। আমাদের অবস্থা কখনো বদল হবে এমন কি ভাই আশা আছে ?

ব'ল্‌বে সেই রকম এনে দিতে পারি। য়িহুদী, আরমানি, ভাল মিস্ বাবা যা ব'ল্‌বে তাই এনে দিতে পারি।" বাবুরাও তাই শুনে একবারে গড়িয়ে পড়েন। মনে করেন এইবারেই বুঝি চরিতার্থ হব! বাবুরাও তার সঙ্গে সঙ্গে যান। সে বেটাদের তো ঐ ফন্। একবার হাড়্‌কাটে ফেল্‌তে পার্‌লে তো হয়। সেই বাড়িতে নিয়ে যায়; নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে। বেটাদের ঐ রকম চরিত্রের প্রায় সকল বিবীর সঙ্গে চেনা পরিচয় আছে। এসে এক বিবীর কাছে গিয়ে সেলাম ক'রে দাঁড়ায়। সে বেটাদের তো ঐ ইসারা; ওমনি বুঝ্‌তে পেরেই বেরিয়ে আসে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, বলে "অমুক জায়গায় আমার এক বন্ধু এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।" কিন্তু আদত সেই এম্‌টী হাউসে আসিয়া উপস্থিত হন। আবার দু এক ঘণ্টা বাদেই ঘরে ফিরে যান। ভাই! আমরা বরং ওর চেয়ে ভাল আছি।

সর। তুমি তো ভাই তবে সব জান। বেটারা তো বড় খারাপ। এর কি ভাই কোনো শাসন হয় না?

হেম। কে শাসন ক'র্ব্বে বল? আমাদের অমন ধারা হলে এত দিনে শাসন হতো। ও যে রাজা রাজ-

ড়ার কাণ্ড। কথায় বলে না “ রাজার হাল স্বর্গে বয়।”

সর। না ভাই ও রকম বদল কাজ নেই। আমরা বেশ আছি।

হেম। বেশ আছি ব’ল্‌বো কেমন করে? আমাদের ভেতর কতকগুলো এমনি জঘন্য ব্যাপার আছে, যে সে সব না উঠে গেলে আমাদের আর কোনো রকমেই ভদ্রস্থ হবার যো নেই। এই দেখ এক পুনুব্বে।

সর। আমাদের বের প্রথাই খারাপ, তার আবার পুনুব্বে কি!

হেম। বে তো খারাপই, পুনুব্বের যে প্রথা, আমাদের পর্য্যন্তও কানে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছা হয়। মেয়ে ফল দেখ্‌লে তাঁর বাড়ী সুদ্ধু নোক—মা, খুড়ী, জেঠাই পিসী সকলেই আমোদে মত্ত। কাদামাটি করা হলো; তাই নয় হোক্, মেয়ে মেয়ে আমোদ কর, তা নয় জামাইকে এনে এক রঙ্গ। পিটুলির ছেলে, শীষ ওয়ালা না’র্‌কেল এনে একটা পেট্ তৈয়ের করা; করে আর আমোদের সীমে থাকে না।

সর। আমার পুনুব্বের কথা আর বলে কায নেই। কেন তুমি কি ভাই জাননা? মা এক দিন পান

সাজ্‌ছিলেন, আমি সুমুকে ব'সে সুপুরি কেটে দিচ্চি; কেমন ক'রে বুঝি আমার পেছনের কাপড়ে খয়েরের দাগ লেগেছিল। তোমাদের বাড়ীতে যে একজন সেজ দিদি আছেন, তিনি তো কেবল হুজুক খুঁজে খুঁজে বেড়ান। দিদি গিয়ে ওকে ডেকে আন্‌লেন। তিনি এসেই ব'ল্লেন, " ও মা এই যে ঠিক হয়েছে " ব'লেই অমনি শাঁক বাজালেন; বাজিয়ে আমাকে তীরঘরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় কি তার ঠিক নেই। আচ্ছা ভাই এগুনো কি আমাদের দেশ থেকে যাবে না?

হেম। যাবে না কেন? আমরা যখন গিন্নি হব, তখনি যাবে। কেন অনেক বাড়ী থেকেতো ও প্রথা উঠে গিয়েছে।

(গোলাপের প্রবেশ।)

গোলাপ। না ভাই! পত্রখানা তো পেলেম না; মা কোথায় রেখে গিয়েছেন। আর এক ভাই বড় মজার কথা শুন্‌তে পাওয়া গেল। বিলাস নাকি আমাদের বাড়ী এসেছেন। আমাদের বাইরে সেই গোলমাল হ'চ্ছিল।

হেম। আহা! এমন দিন কি হবে, যে বিলাসকে আমরা আবার দেখ্‌তে পাব? বিলাসকে যে না ভাল

বাস্‌তো সে নোকই নয়। যে দিন শরতের পাষণ্ড বাপ বিলাসকে পুলিষের হাতে ধ'রে দিলেন, দেশ স্তুদ্ধ কোন্ নোকের না চ'ক দিয়ে জল পড়েছিল?

গোলা। আহা! বেচারির কোনো দোষ ছিল না গো। শরতের মা তো বিলাসকে চ'কে হারাতো। বিলাসকে শরতের চেয়েও অধিক স্নেহ ক'র্ত্তো। বিলাসও কি তেমনি ছিল গা! মা, মা ক'রে খুন হ'তো, পেটের ছেলেও মার প্রতি তত স্নেহ করে না।

হেম। দেখ দেকিন একবার। শেষে কি অপবাদ—কি কাণ্ডই ঘটালে!

সর। ছোটগিন্নিইতো ঐ সব ঘটালে। আপনার চরিত্র তো কারুর জান্তে বাকী নেই; আবাগী সতীত্ব ফলালেন। আপনার দোষ ঢাক্‌তে গিয়ে যে নির্দ্দোষী, যে সতী নক্ষ্মী, যার পুণ্যে সংসার টা এতকাল বজায় ছিল; তারির ঘাড়েই যত দোষ।

গোলা। না ভাই! তার বড় একটা দোষ নেই। ঐ পিসী আবাগী — সয়তানী যত নষ্টের গোড়া। বিলাস তার চ'কের বিষ ছিল। এক চ'কেও বিলাসকে দেখ্‌তে পার্ত্তো না। শরতের মা এত ভাল বাস্‌তো, পিসী আবাগীর ভয়ে

লুকিয়ে নুকিয়ে এত খাওয়াতো, তাকি আবাগীর প্রাণে সয়? দাসী বেটীও কি সামান্যি? কেমন সাক্ষী দিলে—যেন ঠিকঠাক।

হেম। মিন্সে একবারে গোল্লায় গেছে, ছোট গিন্নি যা ব'ল্লে তাইতেই ধ্রুবজ্ঞান। না হয় অল-প্ পেয়ে ভাল করে তদারক ক'রে দেখ্, তবে দোষ দে।

সর। সেই জন্যেই তো মেজগিন্নি গলায় দড়ি দে- প্রাণত্যাগ ক'ল্লে।

গোলা। আহা মেজগিন্নির কি খোয়ারটাই ক'ল্লে গা। সই বড় আদুরে মেয়ে ছিল। মেজ গিন্নির বরাবর ইচ্ছা ছিল যে বিলাসের সঙ্গে সইয়ের বে দিয়ে ঘরজামাই করে রাখ্বেন। সে মনে সাধ মনেতেই রয়ে গেল! মাগী আপনি প্রাণে মলো, বিলাসের শেষে হাড়ির হাল ক'রে হাজতে দিলে; অমন সোনার চাঁদ মেয়েটাও দেশ ছাড়া হ'লো। মিন্সেকে কি এজন্যে ভুগ্তে হবেনা মনে ক'রেছ? সে শাঁপ নাগ্বেই নাগ্বে। ঐ সয়তানী বেটীকেও ছোট গিন্নির কাছে উট্তে ব'স্তে নাতি খেয়ে কাল কাটাতে হবে। সামান্যি জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছে না কি!

হেম। শুন্তে পাই পিসী বেটীরও নাকি

এখন ভারি খোয়ার হয়েছে। উট্‌তে ব'স্‌তে ছোট গিন্নি নাতি মারে, গা'ল্‌ দেয়।

গোলা। হবে না? এখনি বা হয়েছে কি? বড় সাধ্‌ ক'রে ভেয়ের বে দিয়েছেন; ছোট গিন্নিকে শো রাণী ক'রেছেন। মনে করেছিলেন গিন্নি হয়ে থাক্‌বেন—গিন্নি হওয়ার ফল এই!

সর। ও রকম না হ'লেও অমন সব নোক জব্দ হয় না। আমাদের জ্বালিয়ে মাল্লে। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গলগ্রহ হয়েছেন, শেষে সকল চোট্‌ আমাদেরই ওপর। বেটীরা কেন এক সন্ধ্যা আলোচাল্‌ খেয়ে মরেন তার ঠিক নেই। আবাগী যেন দিন্‌কের দিন ধর্ম্মের ষাঁড় হয়ে উঠেছেন। ভাই ত্যক্ত ক'রে মাল্লে! ঘরে যদি নুকিয়ে চুরিয়ে কিছু আনিয়ে খাই অমনি গিয়ে এমনি নাগাতে থাকে যে তা কত ব'ল্‌বো। কথার বাঁদোনই বা কি "এই দেখ্‌ এই সময় থেকে সাবধান হ'তে থাক্‌; কলিকালের মেয়ে, ব'ল্লে কথাও শুন্‌বে না। কাকে দিয়ে বাজার থেকে ঠোঙা ঠোঙা মেটাই আনিয়ে রাক্ষসের মতন গিল্‌তে ব'সেছে। আলক্ষ্মীর দৃষ্টি অল্পেতে তো মনে ধ'র্‌বে না। শেষকালে কি হেগে হেগে সারা হবি।" কথার শ্রী দেখেছ! আরে

আবাগীর বেটী আমাদের নামে নাগিয়ে কি ক'র্ব্বি বল্ ? তারা আমাদের নামে খুন হয়ে যায়; একবার যদি পাশ্ ফিরে শুই তা হ'লে আর রক্ষা থাকে না। আমাদের কি তেম্নি পেয়েচিস্ যে ভাতার বশ ক'র্ত্তে পার্ব্বো না।

ভাতার বশ্ কর্ত্তে পারি কথায় কথায়।
অভিমান দেখাতে পারি ছুতোয় নতায়॥
এই যে দুটী কাঁপা কাঁটি পুরুষ ধরা কল্।
আকাশের চাঁদ ধ'র্ত্তে পারে এম্নি এর বল॥

হেম। ভাতার সোহাগী তুই জানিলো জানিলো।
পুরুষ মজ্তে পার মানিলো মানিলো॥

গোলা। সরস্বতি! হেম তোমার কথার বড় জবাব দিয়েছে, কিছু বকসীস্ দেওয়া কর্ত্তব্য।

সর। দেবে না কেন ভাই? কেমন লোকের বানেয়া।

হেম। কেন ভাই বানেয়া কিসে? মাইরি, তোমার যে শ্রী, পুরুষ তো পুরুষ, আমারও পুরুষ হয়ে তোর ভাতার হ'তে ইচ্ছে যায়।

আড়্নয়নে চাও লো ধনি! আড়্নয়নে চাও।
পুরুষ তো পুরুষ দিদি নারীর মন মজাও॥
মাইরি দিদি রসবতি একবার যদি পাই।
হৃদ্ কমলে রেখে তোরে মনের সাধ মিটাই॥

এম্‌নি হাব এম্‌নি ভাব সুমধুর-ভাষিণী।
সাধে কিরে ভুলে আছে সেই রসিক চূড়ামণি ।।
পুরুষ ভেড়া পুরুষ মেড়া প্রেম সরোবরে প'ড়ে।
কে কোথায় দেখেছে নারী পুরুষ পাছে ফেরে ।।

গোলা। সরস্বতি! সাবধান ভাই। তোর ওপর হেমের বড় নজর প'ড়েছে।

সর। হেমের তো হেমের — আমায় দেখে হেমের কর্ত্তার পর্য্যন্ত জিব দে জল টস্‌ টসিয়ে পড়ে।

হেম। বাসিলেই বাসে ভাই না বাসিলে কি বাসে।
হাসিলেই হাসে দিদি না হাসিলে কি হাসে?
যৌবন রতন তোমার যত দিন রবে।
মধু লোভে অলি কতই আসিয়া জুটিবে।।

গোলা। সরস্বতি, গায়ে সয়ে নে ভাই। এখন ও কথার আর কোনো উত্তরে কায নেই। চল গিয়ে দেখে আসি।

সর। গায়ে সওয়াই তো আছে; এ তো ভাই নতুন নয়। যদি বিলাস বাবুর খবর পাওয়া গিয়ে থাকে, মেজগিন্নিরও সংবাদ পাওয়া যাবে।

হেম। দেশ মধ্যে সকলেই বলে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন।

গোলা। সে ভাই অনেক কথার কথা।

সর। আমরা তো ঐ শুনেছি, তবে ব'ল্‌তে পারি নে। এখন এস আগে বিলাস বাবুকে দেখে আসি গে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভগী দাসীর কুটীর।

(কামিনী আসীনা।)

কামি। পোড়া অদৃষ্টে তো বিধাতা সুখ লেখেন নাই। সকলি আমার কপালের দোষ, আর কার দোষ দেব বল? যা ভেবেছিলুম ঠিক কি তার উল্টোই ঘ'ট্‌লো! এক ভাবি আর হয়, বিধাতার মনেও কি এই ছিল? হা বিধাতঃ! এ দুঃখিনীকে তোমার এক দণ্ডের জন্যে যদি সুখী কর্‌বার ইচ্ছা না ছিল, পোড়া অভাগিনীকে মেরে ফেল্লেই তো ভাল হতো। আমি

তোমার কাছে কি এত পাপ করেছিলাম, এত কি অপরাধিনী হয়েছি, যে এক দণ্ডের জন্যেও আমাকে সুখী ক'ল্লে না। আমি কখনো কাহাকে মনোবেদনা দিই নাই, কখনো কাহাকে জোর ক'রে কথাটি বলি নাই, তবে আমার কপালে এত দুঃখ কেন! পোড়া মা বাপেরই বা কি দোষ দেব? তাঁরা তো দেখে শুনে আমার রাজার ঘরে বে দিছ্‌লেন, রাজরাণীও হ'য়েছিলেম। লোকে যা প্রার্থনা করে, আমার কপাল ক্রমে সে সকল সুখই হয়েছিল; কিন্তু বিধাতা আমাকে সে সুখে একবারেই নৈরাশ ক'ল্লেন। মনে কতই সাধ ছিল, কতই আশা ক'র্ত্তেম শরতের বে দেবো সংসার ধর্ম্ম ক'র্ব্বো; ভাল একটী অল্পবয়স্ক বরের সঙ্গে বে দিয়ে মনের সাধ মিটাব; জামাইটীকে ফি শনিবার নিয়ে আস্‌বো; আপনার ছেলের মতন ক'রে কাছে ব'সিয়ে খাওয়াব; তেমন তেমন হয় তো ঘরজামাই করে রাখ্‌বো। ওমা ঠিক কি তার বিপরীত ঘ'ট্‌লো! মনের সাধ কি মনেতেই মিট্‌লো! অভাগ্যবতীর অদৃষ্টক্রমে কি সে ধনেও বঞ্চিত হলেম! স্বামী পরিত্যাগ ক'ল্লেন, এমন কি প্রাণসংহার ক'র্ত্তেও উদ্যত হয়েছিলেন। ভগী আমার আর জন্মে কে ছিল! ভগীই কৌশল

ক'রে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, ভগ্নীর সে ধার কি আমি জন্মেও শোধ দিতে পার্‌বো? আমার এত খেদ এত যন্ত্রণা ভগ্নী যেন হাত দিয়ে চেপে রেখেছে। রাজা এত স্নেহ ক'র্ত্তেন, এত যত্ন ক'র্ত্তেন, কখনো চক্ষের অন্তর ক'র্ত্তে পার্ত্তেন না; একটু অসুখ হ'লে নিজে কত কাতর হতেন, রাজকার্য্য ছেড়ে দিয়েও সারা দিনই আমার কাছে বসে থাক্‌তেন। কিসে সুখী হবো, কিসে ভাল থাক্‌বো সর্ব্বদাই এই ভাবনা জানাতেন। অদৃষ্টক্রমে সে রাজারও এই চ'কের বিষ হলেম? রাজাও আমাকে পথের কাঙ্গালিনী ক'ল্লেন? ঠাকুরঝিকে বরাবর আপনার ভগিনীর মতন স্নেহ করেছি—মান্য করেছি; যখন যা বলেছেন তাই শুনিছি; কখনো তাঁকে কোনো কথাটী বলি নি, সে ঠাকুরঝিও পরম শত্রুর মতন ব্যবহার ক'ল্লেন, এমন পতিসুখে বঞ্চিত ক'ল্লেন; সতিন গলায় চাপিয়ে দিলেন; শেষে মন্ত্রণা ক'রে যা বল্‌বার নয় ভাই ব'ল্লেন! এ সকল্‌ কি কম দুঃখের কথা? বিলাস—আমার ছেলের মতন। সেও আমাকে মার তুল্য জ্ঞান ক'র্ত্তো, মার তুল্য মান্য ক'র্ত্তো, মার মতন স্নেহও ক'র্ত্তো। লজ্জার কথা—সেই বিলাসকে দেখ্‌তে না পেরে কি



অপবাদই রটিয়ে দিলেন! সে কথা মুখে আন্‌তেও ঘৃণা বোধ হয়। আহা সে বিলাসেরও কি যন্ত্রণা দিলে! অদৃষ্টে এ সব ঘ'ট্‌বে এ কি স্বপ্নেও জান্তেম? রাজার ঘরে বে হয়েছে, রাজরাণী হয়েছিলেম, দুঃখ কি তা এক দণ্ডের জন্যেও জান্‌তে পারি নি; শেষে বিধাতা কপালে কি তেমনি দুঃখ ভোগ করালেন! বাছা শরৎ! তুমি বাছা এ পোড়া গর্ভে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলে, যে মা হয়ে তোমাকে এক দণ্ডের জন্যেও সুখী ক'র্ত্তে পাল্লেম না? সুখী করা দূরে থাকুক, কোন্ দেশে কোন্ বনে গেলে পোড়া মা হয়ে তাও দেখ্‌তে পাল্লেম না। বাছা কত কষ্ট পাচ্চ, বনে জঙ্গলে বেড়িয়ে বেড়াচ্চ, বাঘ ভালুক দেখে কতই ভয় পাচ্চ, হতভাগিনী মা তোমায় একলা ফেলে নিশ্চিন্ত রয়েছি!

এ পোড়া কপালে বিধি লিখিল না সুখ,
বিধি, লিখিল না সুখ।
হায় মম ভাগ্যগুণে বিধিও বিমুখ,
মরি, বিধিও বিমুখ॥
কারো প্রতি করি নাই মন্দ আচরণ,
আমি, মন্দ আচরণ।
উঁচু কথা কাহাকেও বলিনি কখন,
ভুলে, বলিনি কখন॥

জ্ঞানে কভু দিই নাই দুঃখ কারো মনে,
জেনে, দুঃখ কারো মনে।
তবে বিধি এ কুবিধি দিলি কি কারণে,
মোরে দিলি কি কারণে ?
বিধির এ দোষ ইহা কেমনে বা বলি,
আমি কেমনে বা বলি।
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্ম ফল ভোগ এ সকলি,
হায়, ভোগ এ সকলি ॥
সতী স্ত্রীরে পতি হতে করেছি বর্জ্জিতা,
কত করেছি বর্জ্জিতা।
ছেদিয়াছি মূল হ'তে কার আশালতা,
আহা, কার আশালতা ॥
তাই এবে ভুগিতেছি প্রতিফল তার,
আমি প্রতিফল তার।
সখি মোর কর্ম্ম ফল দোষ দিব কার,
এবে, দোষ দিব কার ॥
প্রথমে মা বাপ সুখে, থাকিব আশয়ে,
আমি, থাকিব আশয়ে।
রাজার ঘরেতে মোর দিছ্‌লেন বিয়ে,
হায়, দিছ্‌লেন বিয়ে ॥
বড় সুখে ছিনু মরি হয়ে রাজ রাণী।
আমি হয়ে রাজরাণী।
কত ভাল বাসিতেন নাথ গুণমণি,

সেই নাথ গুণমণি ।।
যদি কভু থাকিতাম বসি মানভরে,
আমি বসি মানভরে।
কত সাধিতেন আসি ধরি দুটী করে,
নাথ, ধরি দুটী করে ।।
যদি আমি হইতাম কখন পীড়িত,
দৈবে, কখন পীড়িত।
প্রাণনাথ কতই যে হতেন দুঃখিত,
আহা, হতেন দুঃখিত ।।
ত্যজি সব রাজকার্য্য বিষণ্ণ বদনে,
নাথ, বিষণ্ণ বদনে।
সদা থাকিতেন বসি আমার সদনে,
হায়, আমার সদনে ।।
চক্ষের অন্তর সেই নারিত করিতে,
কভু, নারিত করিতে।
হায়, আজ সেই চায় আমায় মারিতে
ছিছি, আমায় মারিতে ।।
কোথা মা শরৎ কোথা রয়েছ এখন,
বাছা, রয়েছ এখন।
দেখিনিরে কত দিন ও চাঁদ বদন,
হায়, ও চাঁদ বদন ।।
দেখিনিরে কত দিন মধুমাখা হাসি,
তব, মধুমাখা হাসি।

মা বলিয়ে ডাকনিরে কত দিন আসি,
কাছে, কত দিন আসি ॥
শরৎ রে কোথায় বাছা, করিছ ভ্রমণ,
বাছা, করিছ ভ্রমণ।
কোথা গেলে পাব বল তব দরশন,
আমি, তব দরশন ॥
শরৎ শশীর সম বদন তোমার,
বাছা, বদন তোমার।
পাব কি মা দেখিবারে এ জনমে আর,
মা গো, এ জনমে আর ॥
পারি না সহিতে আর এত দুখ ভার,
হায়, এত দুখ ভার।
চেতনা এ দেহ শীঘ্র কর পরিহার,
শীঘ্র, কর পরিহার ॥

(বিনোদিনী ও ভগীর প্রবেশ।)

ভগী। মা ঠাকুরুণ, একি? এক দণ্ডের জন্যেও কি স্থির হবে না? সারাদিন ভেবে ভেবে শরীর কালী হয়ে গেল যে! আর অত কাঁদই বা কেন?

কামি। (চক্ষুর জল পুঁছিয়া) কেও বি-নোদ, এস মা এস। ভগি! সাধ ক'রে কি ভাবি আর সাধ ক'রে কি কাঁদি? আমার অদেষ্টে যে কি

ঘটেছে তা ভাবতে গেলে কি শরীরে কিছু থাকে ? দেখ বিনোদ,আমার চেয়ে অভাগ্যবতী কি আর কেউ আছে ? আমি আগে কি ছিলেম, এখনই বা কি হয়েছি, পরেই বা কি হব ! আমার সকল থাকতে সকলে নৈরাশ হয়েছি। দুঃখ কারে বলে আমি যেমন জানতেম না, বিধাতা তেমনি আমায় জন্ম-দুঃখিনী পথের কাঙ্গালিনী করেছেন। হায়,মার আমি কত আদুরে মেয়ে ছিলেম ! কামিনী ব'লতে মার চ'ক্ দিয়ে জল প'ড়তো। সে মাও কি বেঁচে আ-ছেন, যে, তাঁর কাছে গিয়ে দু দিনের জন্যে সুখী হব ? মা আমার বড় পুণ্যবতী যে, তাঁর আদুরে মেয়ের পোড়া অদৃষ্টের কথা কানে শুন্তে হলো না। বিনোদ ! আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই। (ক্রন্দন)

বিনো। শরতের মা ! কেঁদোনা। তুমি অতি লক্ষ্মী ; তোমার পুণ্যেই অত বড় ঘরটা এত কাল বজায় ছিল। ভয় কি মা ? ঈশ্বর করুন শরৎ বেঁচে থাক। শরৎ শীঘ্রই ফিরে আসবেন ; শরৎ হতেই তুমি সুখী হবে। মা রাজা যে তোমাকে এত কষ্ট, এত মনোবেদনা দিলেন, তিনি তার জন্যে ভুগবেনই ভুগবেন।

কামি। বিনোদ ! শরৎকে কি আমি আর ফিরে

পাব? এ অদৃষ্টে কি সে দিন হবে? সে চাঁদ মুখ কি আবার দেখ্‌তে পাব! আমারতো মনে নেয়না যে শরৎ আমায় এসে সুখী ক'র্ব্বে।

বিনো। সে কি মা, শরৎ যে চিটী নিখে-ছেন। গোলাপী সেই চিটী পড়াচ্ছিল শুনে এলেম।

কামি। বিনোদ! আমার মাথা খাও আ-মার গা ছুঁয়ে বল দেখি শরৎতো আমার ভাল আছে? শরৎ কোনো বিপদে পড়েনিতো? আমার মন যে শরৎ শরৎ ক'রে বড় ব্যাকুল হয়েছে।

বিনো। মা! যত ভাব্‌বে ততই ভাবনা বৃদ্ধি হবে; ততই কষ্ট হবে। আপনি স্থির হ'ন; ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। পরমেশ্বর অবিশ্যি আপনার ভাল ক'র্ব্বেন।

ভগী। মা ঠাকুরুণ! আর একটা কথা শুনে এলুম; আমার দাদা বাবু নাকি এসেছেন।

কামি। আর দাদা বাবু; দাদা বাবুকে কি যন্ত্রণাই দিলে!

বিনো। দাদা বাবু কে ভগি?

কামি। সেই বিলাস—রাজা উদয়াদীলের ছেলে। রাজার সঙ্গে তাঁর বড় ভাব ছিল;

তিনি মাঝে মাঝে এসে থাকেন, বিলাসকেও পা-টিয়ে দিতেন। বিলাস আস্‌তো, থাক্‌তো, আমাকে বরাবরই মার মতন মান্য ক'র্ত্তো; আমিও তাকে ছেলের মতন ভাব্‌তুম। বিলাস শরৎকে বড়ই ভাল বাস্‌তো; শরৎও বিলাস না হলে এক দণ্ড থাক্‌তে পার্ত্তো না। দুজনে এমনি ভাব হয়েছিল যে দেখে বড়ই আশা করেছিলাম, যে, বি-লাসের সঙ্গে শরতেরই বে দেবো। রাজাও প্রায়ই ব'ল্‌তেন "বিলাসের মতন একটী জামাই পাই।" শরতের অমন পাত্রের সঙ্গে বে হবে, শরৎ বড়মানুষের ঘরে প'ড়্‌বে এ কি প্রাণে সয়? ছোট গিন্নি রাজার সঙ্গে নাগাতে লাগ্‌লো। সত্তি মিথ্যে পরমেশ্বর জানেন; কিন্তু আমারতো ওরির ওপর সন্দেহ হয়। কিন্তু ভগী বলে ঠাকুরঝি নাকি পরামর্শ ক'রে এক দিন সন্ধ্যার সময় ছোট গিন্নিকে দিয়ে নাগাচ্ছিলো, যে আমি বিলাসের সঙ্গে আছি। ছোটগিন্নির সময়কাল; ছোটগিন্নিকে দেখ্‌লেই রাজা জড়সড় হয়ে পড়েন। ছোটগিন্নি যা ব'ল্লে তাইতেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো। আমাকে কেটে ফেলে দিতে উদ্যত হলেন। শরৎ থামাতে গি-ছ্‌লো; ছোটগিন্নির একটা ভাই তখন মোসাহেবের

মতন থাক্‌তো। রাজা তাকে ব'ল্লেন শরৎকে দেশান্তরী ক'রে দিয়ে এস। আহা! শরৎ আমার অবোধ; বুঝ্‌তে পাল্লেনা। কোথায় নিয়ে যায় তো নিয়ে যায়; কতই কাঁদ্‌তে নাগ্‌লো; মা, মা, ক'রে ডাক্‌তে নাগ্‌লো। বল্‌তে বুক ফেটে যায়, বাছা আমার সেই অবধিই দেশ ছাড়া। বিনোদ! সেই অবধিই আমি শরৎকে হারা হয়েছি। (ক্রন্দন।)

বিনো। ও মা ছি ছি! রাজা একবারে নির্ব্বুদ্ধি হয়ে গেছেন গা? দোজ পক্ষে বে ক'রে কি বুদ্ধি শুদ্ধি একবারে লোপ্‌ পেয়ে গেছে নাকি? আর কি কেউ দোজ পক্ষে বে করে না?

কামি। (সরোদনে) বিনোদ, এ আপ্‌শোষ কি আর রাখ্‌বার স্থান আছে, না এ কথা কি মুখ দে বার ক'র্ত্তে ইচ্ছে হয়? রাজা আমায় কেটে ফেল্‌তে উদ্যত হয়েছিলেন, বিলাসকে পুলিষের দ্বারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ালেন, শরৎকে দেশান্তরী ক'ল্লেন। সে সকলি আমার প্রাণে সয়েছিল, বিনোদ—বল্‌বো কি এ অখ্যাতের চেয়ে কি আর অখ্যাত আছে? মা, আর এক দণ্ডের তরেও আমার বেঁচে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না। এ ঘৃণায়

এ অপযশে এমনি ইচ্ছে হয়, যে পৃথিবী যদি দুফাঁক হয় তবে তার ভিতরে সেঁদুই।

বিনো। মা অদেষ্টেই সব করে; কেঁদে কি ক'র্ব্বে বল?

কামি। বিনোদ, আমি তো এ জন্মে কোনো পাপ করিনি; কারুর মনেও কোন্মো কষ্ট দিই নি; কখনো কারুকে তুমি ছাড়া তুই বাক্য বলিনি; তবু পরমেশ্বর আমার প্রতি এত বৈমুখ হলেন! সতিনের জ্বালা যে এত জ্বালা, সতিন আমায় যে কত কথা বলেছে, কত যন্ত্রণা দিয়েছে, সে সবই আমি সয়েছি। কখনো সে সতিনকে কোনো কথা বলিনি বরং সতিন-কেও আপনার ভগ্নীর মতন যত্ন ক'রে এসেছি। সে সতিনও আমার প্রতি সতিনের ন্যায় ব্যবহার ক'ল্লে! তাতেও তত খেদ ছিল না; শরৎ আমার কচি মেয়ে, তাকে যে দেশান্তরী ক'ল্লে; তার মুখ পানে যে একবার চেয়ে দেখ্‌লে না; এর চেয়ে কি আর আপ্‌শোষ আছে? বিনোদ, বাছা আমার কো-থায় রয়েছে, কি ক'র্চ্ছে? এ পোড়া অভাগিনী মা বেঁচে থাক্‌তে শরতের আমার এত কষ্ট! (ক্রন্দন)

বিনো। মা চুপ কর। অত ভাব্‌লে আর দিন রাত্‌ অত কাঁদ্‌লে কি শরীর রক্ষা ক'র্ত্তে পা-

র্ব্বে? অদেষ্টে যা ঘট্‌বার তাতো ঘটেছে, যা হবার তাতো হয়েছে। সে জন্যে আর ভেবে কি ক'র্ব্বে বল? এখন ঈশ্বরকে ডাক যে সব ভাল হবে।

কামি। বিনোদ, মা এখন আমার মরণ হলেই বাঁচি। আর আমার বাঁচ্‌বার একটুকুও সাধ নেই —ভালতেও কাজ নেই।

ভগী। দেখ বিনো দিদি! ভাগ্যিস্‌ সে সময় এমন বুদ্ধি জুগিয়েছিল তাই মা ঠাকুরুণকে বাঁচিয়েছি, নইলে কি বাঁচাতে পার্ত্তুম? পিসি ঠাকুরুণের সঙ্গে মা ঠাকুরুণের ঝকড়া হতে লাগ্‌লো; কর্ত্তা মশাই বাইরে থেকে রেগে ওঁকে কাট্‌তে এলেন, দিদি বাবু ছুটে গিয়ে কর্ত্তা মশাইকে ধ'র্ত্তে গেলেন। আমি দেখ্‌লেম বড় গোলমাল; মা ঠাকুরুণকে আমার বাড়ীতে এনে রাখ্‌লুম। এত ফিকির ক'রে তবে মা ঠাকুরুণকে বাঁচিয়েছি। শেষে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গিয়ে বল্লুম "মা ঠাকুরুণ জলে ডুবে মরেছেন।"

বিনো। পিসী আবাগী শুনে কি বল্লে?

ভগী। পিসী ঠাক্‌রুণ শুনে কতক্ষণ ধরে মায়া কান্না কাঁদ্‌লেন, তার পরই ছোট মার ঘরে গিয়ে বিজ বিজ্‌ ক'রে কি বল্‌তে নাগ্‌লেন। কিন্তু

মিথ্যা কথা বল্‌তে পারিনে, কর্ত্তা বাবু সে অবধি যেন ম'রে রয়েছেন।

কামি। সকলি আমার অদেষ্টের লেখন; নইলে এমন পতিও বিমুখ হন? বিনোদ, কথায় যে বলে "হাতি পাঁকে পড়্‌লে ব্যাঙ্গেও লাতি মারে", আমার অদেষ্টে কি ঠিক তাই ঘট্‌লো মা!

ভগী। অদেষ্টের ফের তা আবার বল্‌তে? দেখ দেখিন দাদা বাবুকে কর্ত্তা মশাই কতই স্নেহ ক'র্ত্তেন; চ'কে হারা হতেন। এক মাস না এলে আপনি লোক পাঠিয়ে দে আনাতেন। আমার দিদি বাবুর চেয়েও তাঁর যতন—তাঁর আদর বেশী ছেল। আমাকেও সর্ব্বদা বল্‌তেন "দেখ্‌ ভগি, বিলাসকে আমি জামাই ক'র্ব্বো।" সে দাদা বাবুকে কিনা থানার লোক দে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ালেন!

কামি। আঃ! পোড়া অদেষ্টে এতও ছিল? দেখ বিনোদ, লোকের যত সুখ হতে হয় তা আমার সব হয়েছিল। যদিও আমার ছেলেটা মরে গিছ্‌লো বটে, বিলাস আমার সে ছেলের দুঃখু সব দূর করেছিল। আহা! বাছার কত যত্ন, কত ভক্তি তা বল্‌তে পারিনে। আমার যেমন শরৎ, তেম্‌নি উপযুক্ত পাত্র বিলাসকে পেয়েছিলেম। তা হত-

ভাগীর কপালে সকল সুখ বিধাতা দেবেন কেন বল? বিলাস আমার জামাই হওয়া দূরে থাক আমি আমার শরৎকেও হারালেম!

ভগী। দেখ দিদি, মা ঠাকুরুণকে আমি বুজিয়ে বুজিয়ে আর পারি নে। এক এক দিন খান না, সারাদিনই ভেউ ভেউ করে কাঁদেন,কাল ওমনি রেতের বেলায় কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যেন অচৈতন্যের মত হয়ে পড়্‌লেন। আমি একলা মেয়ে মানুষ; এম্‌নি হলো যে কি বল্‌বো! তার পর অনেক ক্ষণের পর বাতাস দিতে দিতে আবার কথা কইতে নাগ্‌লেন।

কামি। দেখ বিনোদ! কাল এম্‌নি স্বপ্ন দেখেছিলেম যেন শরৎ আমার বেঁচে নেই; আমি আছাড় পাছাড় করে কাঁদ্‌চি,ভগী আমায় টেনে টেনে বসাচ্চে। এই স্বপ্ন দেখ্‌বার পর মন এমনি উতলা হলো, যে সে কান্না কোনো রকমেই থামাতে পাল্লুম না। আচ্ছা বিনোদ, আমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌ দেখি, আমার শরৎ বেঁচে আছে তো? শরতের আমার কোনো কু খবর পাওনি তো? তোর পায়ে পড়ি বিনোদ,আমায় রক্ষা কর—আমি আর বাঁচিনে।

ভগী। এই দেখ দিদি, রোজ রোজ এম্‌নি ক'র্ত্তে থাকেন; আমি তো বুঝিয়ে হার মেনিছি। দিদি,

তুমি যদি সাবকাশ মতে এস, তবু অনেক বুঝ্‌তে পার।

বিনো। আমারও কি ছাই দু দণ্ড নিস্‌ ফেল্‌বার সাবকাশ আছে, যে এক এক বার আস্‌বো? তা ব'ন্‌ আজ যাই, আর এক সময় এসে দু দণ্ড বসে কথা কব। ছেলেদের প'ড়ে আস্‌বার সময় হলো আবার এসে ডাকাডাকি ক'র্ব্বে?

কামি। হাঁ চল আমরাও যাই।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরীর অন্তঃপুর।

খাটের উপর রাজলক্ষ্মী আসীনা।

রাজ। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে আমি নষ্ট না তুই নষ্ট? আবাগী জানিস্‌ নে যতক্ষণে খেতে দিচ্চি তত ক্ষণে খাচ্চিস্‌; যতক্ষণে কাপড় দিচ্চি তত ক্ষণে প'র্‌তে পাচ্চিস্‌; ভাগ্যি ক'রে মান্‌ যে এত

দিনও গলায় হাত দে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিই নি। আমি যদি বাড়ী থেকে বের ক'রে দিতুম তা হলে তোর কোন্ বাবা রক্ষা ক'র্ত্তো রে? তুই আবার মুখ নাড়্তে আসিস্?

নৃত্য। (বেগে প্রবেশ পূর্ব্বক) তবে র্যা পাড়া কুঁদুলি, খাণ্ডার! যা মুখে আসে তাই বলিস্? বড় যে বাপ্ তুলচিস্? আমি তোর খাই না তোর বাপের খাই? তোর পরি না তোর বাপের পরি? আমি আপনার বাপের খাই আপনার বাপের পরি। তোর গুণ আর কারো জান্তে বাকী নেই রে বাকী নেই। বাপের বাড়ী গেলি, তিনমাস কাটিয়ে এখানে কি না দু মাস পেট্ সুদ্ধ এলি। লকার সঙ্গে কি ঢলানটাই ঢলালি! সে ঢলাঢলি আর দেশ সুদ্ধু কারুর অগোচর নেই। কি বল্বো আমার দাদা ভাল মানুষ; কিছু বুঝেও বুঝ্তে পারে না। না হলে এত দিন ঝেঁটা মেরে তোকে বের ক'রে দিত।

রাজ। আবাগী তুই আর মুক নেড়ে বলিস্ নে। যে পুরুত ঠাকুরকে তুই দাদা বলে ডাকিস্, সেই পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে আছিস্, তোর আর সতীত্ব ফলিয়ে কায নেই। ওরে আমার তো সোমত্ত বয়েস; তোর দাদার তো বয়স হয়েছে; কাশ্তে কাশ্তে

রাত্ পুইয়ে যায়। তোর দাদার অভাগ্যির দশা যে এ বয়সে আবার আমায় বে ক'র্ত্তে গিছ্লো। আমার মন বোঝে না, কাযেই আমার কথা এককালে সাজ্লেও সাজে। তুই তো বুড়ী হতে চল্লি, তোর ভাতার বেঁচে থাক্‌লে এত দিনে সাত ছেলের মা হতিস্ তুই কোন্ লজ্জায় পর পুরুষের মুখ দেখিস্ রে আবাগী?

(চপলার প্রবেশ।)

চপ। ছোট মা, ক্ষান্ত হও। কর্ত্তা মশায় বেজার হচ্চেন। অতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বল্বেন না। বাইরে অনেক ভদ্র লোক এয়েচেন; বিশেষ কাল রাত্ থেকে কর্ত্তা মশার কিছু ব্যামো বেড়েছে। আপনি স্থির হ'ন।

রাজ। কোথা র্যা সে বুড়ো মিন্সে? মিন্সে আগে আসুক এর একটা প্রতীকার করে তবে স্থির হবো; ও মাগী কে, যে ওর মুখ নাড়া সইতে যাব? ওর খাই না ওর বাপের খাই তাই ও কথা কইতে এসেছে।

(বিনয়ের প্রবেশ।)

বিন। (স্বগত) হা জগদীশ্বর! আমার কপালেও এত কর্ম্মভোগ ছিল? হা! সতীলক্ষ্মী

কামিনি, হা পতিব্রতে, তুমি যত দিন ছিলে, এক দিনের জন্যে আমাকে এমন কথা শুন্তে হয়নি। আমার শেষ দশায় কি এসকলও কানে শুন্তে হলো? (প্রকাশ্যে) বলি কাণ্ডটাই কি? একি ছোট লোকের ঘর পেলে, যে যা মনে আসে তাই বলতে আরম্ভ ক’ল্লে।

নৃত্য। দাদা, ছোট ব’য়ের আস্পদ্দা শুনেছ, আমার গলায় হাত দিয়ে বাড়ীথেকে বের ক’র্ত্তে যায়?

রাজ। বলি যদি আমাকে চাওতো ভালোয় ভালোয় ও আবাগীকে বাড়ী থেকে এখনো বার ক’রে দাও; আর না হয়তো বল আমি বাপের বাড়ী চলে যাই। আমি অমন মুখ নাড়া সইতে তোমার বাড়ীতে আসিনি। আমার বাপ মার এমন ক্ষমতা আছে যে আমাকে একমুটো খেতে দিতে পারে।

বিন। প্রিয়ে! ক্ষান্ত হও; ভদ্রলোকের ঘরে এ সকল ভাল দেখায় না। একে আমার অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি হ’চ্ছে, তাতে তুমি যদি অত যন্ত্রণা দাও, তা হলে আমি প্রাণে বাঁচ্‌বোনা! নৃত্য আমার সহোদরা ভগ্নী; তোমারও তাঁকে ভগ্নীর ন্যায় মনে করা উচিত। ওর যদি অদেষ্ট ভাল হতো তা হলে

কি আমার বাড়ী এসে থাক্‌তো? যাহোক, দুজনে মিলে জুলে থাক। দেখ্‌তে শুন্তে সব দিকে ভাল হবে। আগেতো এক দিনের জন্যেও এমন ঝগড়া কোঁদল হতো না?

রাজ। তবে কি আমিই দোষী হলুম, তোমার ব'নই ভাল হলো আর সে মেজ আবাগীও ভাল ছিল? আমার অদেষ্ট মন্দ; আমার পোড়া কপাল; আমার কপালে আগুন নেগে গেছে, না হলে আমার আজ্ এত কথা শুন্তে হবে কেন? ভাতার হয়ে এত অপমান? এও কি প্রাণে সয়? এই নাও তোমার ঘর রইলো আমি চল্লুম। আর আমি তোমার এ বাড়ীতে থাক্‌তে চাইনে। তুমি যদি সুখী হও তোমার ব'ন্‌কে নিয়ে সুখে রাজ্যি ভোগ কর।

বিন। পাপীয়সি, তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা? তুই রাক্ষসী—ব্যভিচারিণী; তুইতো আমার এমন সংসার ছার খার ক'ল্লি; তুইতো যত অনিষ্টের মূল; তুইতো আমার সোনার শরতকে দেশান্তরী ক'ল্লি; তো হতেই তো আমার সতী স্ত্রী কামিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'ল্লে। আমার যে এত বড় নাম—এত সম্ভ্রম এসব তো তোর হতেই গেল। তুই পাপীয়সী, তোর অঙ্গ স্পর্শ করেইতো আমার পদে

পদে বিপদ ঘট্‌ছে! তুই ভ্রষ্টা, দেশ সুদ্ধ সকল লোকে তোরই অখ্যাত করে, সেজন্য দেশের ভদ্র লোক সকলেই আমার বাড়ীতে আস্‌তে সঙ্কুচিত হয়। আমি এত দিনের পর বুঝ্‌তে পেরেছি, তুই আমার প্রিয় সন্তানকে বিনাশ করেছিস্‌। পাপীয়সি, আজ্‌ হতে আর আমি তোর মুখাবলোকন ক'র্ত্তে চাইনে; তুই দূর হ—

[বেগে প্রস্থান।

নৃত্য। হাঁরে আবাগী শুন্‌লি তো? তোর ভাতারের মুখ দিয়েইতো সব বেরিয়ে পড়্‌লো। বড় যে বড়াই ক'চ্ছিলি, বড় যে তেজ খাটাচ্ছিলি, পিথিমটে সরার মতন দেখ্‌ছিলি, এখন তোর সেই দর্প কোথায় রইলো? ধিক তোকে! ওরে তুইতো তুই সত্যভামাও এক সময়ে দর্প করেছিল, দর্পহারী মধুসূদন তার দর্পচূর্ণ করেছিলেন। এখন যা—তোর থোঁতা মুখ কেমন ভোঁতা ক'রে গেল? ওরে বেহায়ি! আমরা যদি হতেম তবে গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তুম।

[নৃত্যকালীর প্রস্থান।

রাজ। চপল! তুই আমাদের বাড়ী যা; মাকে বলে একখানি পাল্‌কি পাঠিয়ে দিগে যা; আমি

আর এখানে একদণ্ড থাক্‌তে চাইনে। আমার প্রাণ যেখানে চায় সেখানে চলে যাব।

চপ। ছি ছোট মা! অমন রাগ ক'র্ত্তে নেই। স্বোয়ামী যদিও দুটো কথা বলে থাকে, তোমার ভা-লর জন্যেই বলেছে। রোজ রোজ কি ঝগড়া কচ্‌কচি ভাল দেখায়?

রাজ। মিন্সের এমন আক্কেল যে আমায় চ'ক রাঙিয়ে কথা কয়? ওর ব'ন্‌ ভাল হলো আর আ-মিই যত খারাপ হলুম? তা ওর যদি আমার জন্যে এতই অপমান হয়ে থাকে আমাকে চায় কেন? আমাকেই বা বে করেছিল কেন? ও হতে তো আ-মার সকল সুখ হলো। চপল! বল্‌বো কি তুইতো সকলি জানিস্‌; এক দিন ওর মুখথেকে দুটো ভাল কথা শুন্‌লেম না। আমার এই বয়েস একদিনও আমায় নে আমোদ আহ্লাদ ক'ল্লে না। রাত্তিরে ঘরে শোয়, সারা রাত্তির ওর পা টিপে টিপে খুন হই। আমাদের এ বয়েসে সকল সাধই আছে; ও হতে সে সাধ কি মিট্‌লো বল্‌? তবু আমি যেই মেয়ে তাই এতদিনও ওর মুখ চেয়ে আছি আর কেউ হ'লে এত দিনে বেরিয়ে যেতো।

চপ। (স্বগত) বেরিয়ে যাও নি বড় কসুর

করেছ! (প্রকাশ্যে) ছোট মা, তা কি আমি জানিনে? তোমার গুণ কে না জানে বল? তোমার মতন সতী লক্ষ্মী কি এদেশে পাওয়া যায়? ভাগ্যিস তুমি বাপের বাড়ী গিয়ে অত ফিকির ক'রে কপিল মনির তাগা হাতে দিয়েছিলে তাইতো উনি ছেলের মুখ দেখ্‌তে পাবেন, নইলে ছেলে পেতেন কোথায়?

রাজ। যা হ'ক্‌ চপলা! তোকে আমি যা খুসি কর্ব্বার তা ক'র্ব্বো। কাল তোকে যে বিষয় বলেছিলুম তার জোগাড়টা ভাল ক'রে কর। মাইরি, আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি তুই যা চাবি আমি তাই দেব।

চপ। ছোট মা, আর তো তোমার কোনো কথায় পেত্যয় হয় না। মেজো মার সেই ছেলেটাকে যখন নিকেশ কল্লুম তুমি আমায় এমনি দিব্বি ক'রে বলেছিলে যে, এক ছড়া সোনার দানা গ'ড়িয়ে দেবই দেব, শেষে কিনা একছড়া গোট দিয়ে সার্‌লে!

রাজ। চপল! আচ্ছা এবার তুই আগে হাতে না পেয়ে কাজে হাত দিস্‌নে। এ আবাগীকে আগে নিকেশ কর; তার পর যা যা পরামোশ করেছিলুম কেমন?

চপ। না ছোট মা! আমি নকার কাছে গিছিলেম। সে এখুনি আস্‌বে বলেছে; সে ব'ল্লে আগে গোড়া কাটি তার পর আগা কাট্‌বো।

রাজ। হ্যাঁ চপল! সে কি আস্‌বে বলেছে? কখন আস্‌বে? আস্‌বে বলেছে তো—না তুই আমাকে ভুলুচ্চিস্‌?

চপ। আমি তোমাকে সকল কাযেই ভুলিয়ে থাকি কিনা? হয়তো সে এত ক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজ্‌ খুব সাবধানে আন্তে হবে; সে দিন এনেছিলুম আর একটু হলে বড় গোলমাল হতো। ওদের বাড়ীর হরে টের পেয়ে নকাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লে "কেরে তুই?" তাতে নকা ব'ল্লে "আমি বিশল্লি করুপির শেকড় খুঁজ্‌চি।"

রাজ। তা হরে বেটাতো টের পায় নি? আমার বেশ মনে নিচ্চে যেন সে টের পেয়েছিল। নইলে কাল সে ও আবাগীর সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কি পরামোশ ক'চ্ছিল?

চপ। তবেই তো ছোট মা, আমি বলি আজ আর তাকে এনে কাজ নেই। কি জানি গেরোর কথা বলতে কি? আমি গিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। কি বল?

রাজ। না চপলা, তাকে তুই সঙ্গে ক'রে আন্‌গে যা। বরং তোকে আমি দশটা টাকা দিই হরে যদি টের পায় তাকে হাত করিস্। তাকে আন্; শীগ্‌গির ক'রে এদিক্‌কার একটা ঠিক্‌ঠাক্ করা যাক্। নইলে এমন ক'রে কত কাল থাক্‌বো। আচ্ছা চপল! সে কি ব'ল্লে? যাওয়ামাত্র কি আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল, না তুই গিয়ে ব'ল্লি?

চপ। নকাকে কি কিছু বল্‌তে হয়? আমি যাচ্চি দেখে সে আগ্‌বাড়িয়ে ছুটে এসে আগে তোমার কথা জিজ্ঞেস করে, তবে আর অন্য সব কথা। নকা বলে আগে মিন্সেকে স্বর্গলাভ করিয়ে নিষ্কণ্টক করি তবে আর সব দিকে হাত।

রাজ। আমার তো গা কেমন কেমন ক'চ্চে। তোরা বাপু যা জানিস তাই কর।

চপ। ছোট মা, তোমার জোরেই আমাদের সব করা। আমরা কে? জোগাড়ে বই তো নয়। আমরা সব জোগাড় ক'রে যা যা শিখিয়ে দেব তুমি তাই ক'রো; তা হলেই আর কিছু ক'র্ত্তে হবে না। বলি এটা আর ক'র্ত্তে পার্ব্বে না, তবে আর তুমি মেয়ে কি? (কাণে কাণে কথা) তুমি এদিক্‌কের সব ঠিক্‌ঠাক ক'রে রাখ আমি এখুনি

আস্‌ছি। (গমনকালে) তুমি দোরটা বন্ধ ক’রে দিয়ে বসে থাক। যে জানলার গরাদে খোলা আছে সেই খান দিয়েই তাকে তুলে দেব এখন।

[প্রস্থান।

রাজ। (স্বগত) আজ্‌ যেন আমার গাটা থর্‌থর্‌ ক’রে কাঁপ্‌চে। চপলা বলে গেল বটে, কিন্তু আমার মনটা যেন আরও ব্যাকুল হয়ে উট্‌লো। নিত্তি আবাগী কাল্‌ হরেকে ডেকে কি পরামোশ ক’চ্ছিল বটে। হরে যদি টের না পেত, তবে এত্‌ দিন্‌ না তেত্‌ দিন, হরেকে কাল ঘরের ভেতর নিয়ে আবাগী অত ফিস্‌ ফিস্‌ ক’রে কি কথা ক’চ্ছিল? (চিন্তা) হরে যদি টের পেয়ে থাকে তবে আর আমার রক্ষে থাকবে না। মনে করে-ছিলুম ওষুদ খাইয়ে মিন্সেকে ভেড়া ক’রে রেখেছি, যা যখন বলি মিন্সে বুঝি তাই বিশ্বেস করে, মিন্সে বুঝি আমাকে ভাল বলেই জানে। ও মা! তা কিছুই নয়; মিন্সে যথার্থই সব টের পেয়েছে! তবে চাপা বলে আমায় এত দিন কিছুই বলে নি। সে যা হোক্‌ আজই ওকে নিকেশ ক’র্ত্তে হবে; নকা এলে তার একটা পন্থা দেখা যাক্‌! আর কি দেরি ক’র্ত্তে আছে? এখন যত দেরি ক’র্ব্বো

ততই আপনি কষ্ট পাব। তায় আবার মিস্সের অসুখ। (শুনিয়া) এই না চপ্‌লা আস্‌ছে? দোরটা বন্ধ ক'রে দিই; যে এক ডাকিনী আবাগী আছে, তার জ্বালায় কি দু দণ্ড আমোদ ক'র্ব্বারও যো আছে? (কপাট বন্ধ করণ)

নৃত্যকালীর প্রবেশ।

নৃত্য। আবাগী তখন যে বড় মুখ নেড়ে বল্‌তে এসেছিলি, এখন সব গুণ হাতে নাতে প্রকাশ হয় এই। ও আমি মা কোথায় যাব! সন্ধ্যা না হতে হতে এত বড় বাড়ীটে—কি বুকের পাটা গা? আবাগী তো সব ক'র্ত্তে পারে। এই দাদা এসে ব'কে ঝ'কে গেল এক দণ্ড না যেতে যেতেই এই কাণ্ড! আজ যদি ধ'র্ত্তে পারি তা হলে সকল গুনোকে মুলো চাকা ক'রে কাট্‌বো।

(নেপথ্যে। ওগো ধরা পড়েছে গো; ধরিছি গো; বেটা বেটীকে থানায় চালান ক'রে দিয়ে আসি গো। বেটা যেন যমদুত—ডাকাত্। বেটার কি বুকের পাটা! সাঁজের বেলায় এত বড় বাড়ীতে এই কাণ্ড! কর্ত্তা বাবু শীগ্‌গির আসুন, বেটার বড় জোর—পালায়।)

নৃত্য। (শুনিয়া) খুব হয়েছে খুব হয়েছে, যেমন কর্ম্ম, তেমনি তার প্রতিফল হয়েছে। ওরে

আবাগি, এখন দোর খোল্‌না। তোর বিদ্যে বুদ্ধি তো এখন সব প্রকাশ হলো। বড় যে আমার নামে দোষ দিচ্ছিলি? বড় যে আমায় বল্‌ছিলি যে আমি নষ্ট? এখন কেমন এখন? কে নষ্ট তা সকলে তো টের পেলে। (নেপথ্যে ভয়ানক শব্দ) ও গো তোমরা এদিকে ছুটে এস গো! ছোট বৌ ছুঁড়ি বুঝি কি কাণ্ড বাধায় গো! এত ঠেলা মাল্লুম, নাতি মাল্লুম কিছুতেই দোর খুল্‌ছে না যে গো! (কিঞ্চিৎ পরে) কৈ কেউআসে না যে? ওমা কি করি? কাকে ডাকি? কোথায় যাব! ও ছোট বৌ! ছোট বৌ! ছোট বৌ দোর খোল। মাইরি আমরা তোকে কেউ কিছু বল্‌বো না। তোরে আমরা এক্ষুনি বাপের বাড়ী পাটিয়ে দেব; দোর খোল। ও মা কি হলো! কেউ যে আসে না গা! আমার যে গা কাঁপ্‌চে হাত পা আর সরে না। যাই কারুকে ডেকে আনিগে।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরীর বৈটকখানা।

পারিষদদ্বয় ও কুলাচার্য্য আসীন।

কুলা। "নিয়তং কেন বাধ্যতে"? সকলি পরমেশ্বরাধীন কায। অদৃষ্টে যা ঘট্‌বার তা ঘট্‌বেই, কেউ কি তা হাত দিয়ে রাখ্‌তে পারে? তবে কি না বড় দুঃখ হয় মস্ত লোক—মস্ত ঘর। এ ঘরে একটা কুৎসার ঘটনা ঘট্‌লে বড় দুঃখের বিষয়। কলঙ্ক—অপযশ।

প্র, পারি। বিশেষ এখন সময়টা বড় খারাপ; কিছুতেই গ্রহ পরিবর্ত্তন হচ্চে না। বিপদের উপর বিপদ। দেখ ছেলেটী গেল, অমন পরির মতন সুন্দরী মেয়েটী—যাকে দেখ্‌লে শত্রুও ফিরে চায়, সে মেয়েও দেশান্তরী হলো, অমন সতী লক্ষ্মী স্ত্রী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ ক'ল্লে। শেষে এই ভয়ানক ব্যাপার!

কুলা। এই সমস্ত ভেবে ভেবেই তো কর্ত্তার অসুখ দিন দিন বৃদ্ধি হচ্চে। সে দিন ডাক্তার সাহেব স্পষ্টই বলে গেলেন আন্তরিক চিন্তা দূর না হ'লে এ রোগের শান্তি হওয়া সুকঠিন।

দ্বি, পারি। সে সময় আমরা সকলেই নিবারণ করেছিলেম, যে আর তৃতীয় পক্ষে বে কর্ব্বার দরকার নেই। তৃতীয় পক্ষে বে ক'রেই তো এই দুর্ঘটনা! এখন জগদীশ্বরের ইচ্ছায় কর্ত্তা মহাশয় অব্যাহতি পেলেই মঙ্গল।

প্র, পারি। উঃ! কি ভয়ানক! যা কখনো এঘরে হয়নি তাও আজ হলো। এক কালসাপিণীকে বাড়ী এনে এত কর্ম্মভোগ্! দাসী বেটীও কি ছিল গা? দেখ্‌তে যেন বড় ভাল মানুষটী, কিন্তু ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড ঘটিয়েছিল।

কুলা। জগদীশ্বর করুন, কর্ত্তা যেন কোনো ফেরে না পড়েন, তবেই তো সকল দিগেই সুবিধা—না হলে আমাদেরও দেশ পরিত্যাগ ক'র্ত্তে হবে সন্দেহ নাই। কর্ত্তা বাবু বেঁচে আছেন বলেই দেশে ক্রিয়া কলাপ হ'চ্ছে; না হলে এত দিন সে সব উঠে যেত।

প্র, পারি। কর্ত্তার জীবনের প্রতিও সন্দেহ.

হয়েছে। একে এত অসুখ তাতে এই মনোকষ্ট। এ অপযশে কি কাহাকেও আর মুখ দেখাতে পার্ব্বেন ?

কুলা। অদৃষ্টের ফের! নইলে যে পুলিষ এ সংসার থেকে বৎসর বৎসর কত টাকাই বার্ষিক পায়, যে কর্ত্তার কাছে পুলিষের মান্যই বা কত, সে পুলিষও কর্ত্তাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল।

দ্বি, পারি। যার যে কর্ত্তব্য কায সে তা ক'র্ত্তে ছাড়্‌বে কেন বল? কায়দায় পেলে সকলেই চেপে ধরে থাকে।

(দ্রুতবেগে দরোয়ানের প্রবেশ।)

কুলা। কেয়া দরওয়ানজি, খবর সব আচ্ছা ?

দরো। মহারাজতো হাজত্‌ মে হায়। পুলিষ কে সব আদ্‌মি এসা হারামজাদ্‌ হাম কেদি নেহি দেখা। রাম! রাম!

প্র, পারি। হাজত্‌ হুয়া ?

দরো। হাজেত্‌মে হায়, লেকিন্‌ হাজার রুপেয়া কো জামিন দেনে হুকুম হুয়া। লাস চালান হো গিয়া। আপ্‌লোককো মহারাজ আবি থানে মে জানে কহা। বাক্‌স্‌ কা ভিতর মে যো হাজার রুপেয়া কা

লোট হায় ঐ হাজার রুপেয়া আউর দো শো রুপেয়া লেকে আপ্ আবি চলিয়ে।

[প্রথম পারিষদ ও দরোয়ানের প্রস্থান।

কুলা। জগদীশ্বরের ইচ্ছা! তবু ভাল এও মঙ্গল সংবাদ বটে। তবে কিনা—কিছু অর্থ ব্যয়।

দ্বি, পারি। অর্থ ব্যয় হোক্, অব্যাহতি পেলেই বাঁচি। আচার্য্য মহাশয়! আমি দশ বার বারণ করেছিলেম, কত প্রতিবন্ধক দিছ্লেম, কত দোষ দেখিয়েছিলেম। সে সময় কোনো মতেই মত ফিরাতে পারিনি। যা যা বলেছিলাম সব মিল্লো।

কুলা। সে সময় কর্ত্তার অত্যন্ত জেদ হয়েছিল। তাতো হবেই। এত বড় বংশটা একবারে নির্বংশ হয়—বে না ক'রেই বা করেন কি?

দ্বি, পারি। বংশ নির্বংশই বা হবে কেন? মেজ মাঠাকুরুণেরতো প্রাণত্যাগ করা পর্য্যন্তই এ সববিপদ।

কুলা। আর মেজ গিন্নির প্রতিও কর্ত্তা অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করেছিলেন। মেজ গিন্নির কথা স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

দ্বি, পারি। কিন্তু কর্ত্তার মন সেই অবধিই বিচলিত হয়েছে। সে সময় কেমন বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল, ছোট গিন্নির কথাতেই দৃঢ় বিশ্বাস ক'ল্লেন।

ভাল ক'রে বিবেচনা ক'ল্লেন না ; মেজ গিন্নির প্রাণ সংহার ক'র্ত্তে উদ্যত হলেন। সে মনোদুঃখে আর ঘৃণায় মেজ গিন্নি প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন।

কুলা। আহা! অমন পতিব্রতা সতীর প্রতি অমন অপবাদও দিয়ে থাকে! হা রাম! ওকথাও মুখে আন্তে নেই। দেখ দেখি বিলাস বালকটী অতি সৎ ছিল। কর্ত্তাকেও কত স্নেহ ক'র্ত্তো ; কত মান্য ক'র্ত্তো ; আমাদের প্রতিই বা কি ভক্তি ছিল! বিলাসের প্রতি অপবাদ! সেই শাঁপেতো এ ভয়ানক ব্যাপার ঘট্‌লো।

দ্বি, পারি। আহা সৎ বলে সৎ—অমন সৎ আর হতে নেই! বিলাসের মুখখানিতে যেন হাসি টুকু লেগে ছিল। কর্ত্তার কি ভ্রম জন্মেছিল যে সেই বিলাসের প্রতিও সন্দেহ করেছিলেন।

কুলা। দেখ ভাই! এত দিনের পর আমার বেশ সন্দেহ হচ্চে যে, ছোট গিন্নি হতেই এই সব ঘটেছিল। ছোট গিন্নির চরিত্র অত্যন্ত মন্দ ছিল ; আপনার দোষ ঢাকুতে গিয়ে পরের উপর ঝোঁক্ দিয়েছেন।

দ্বি, পারি। মশাই সে কথা ছেড়ে দিন্। এ-কেতো যার খাই তাঁর অপবাদ মুখে উচ্চারণ করাই

দোষ। তাতে শরতের কথা মনে হলে আমাদেরও মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শরতের কথা মনে হলে বোধ হয়, কর্ত্তার ন্যায় পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নেই।

কুলা। (নেপথ্যে কোলাহল ধ্বনি শুনিয়া) স্থির হও, দুর্গা বুঝি মুখ রাখ্‌লেন। কোলাহল ধ্বনি হচ্চে না?

(বিনয় ও প্রথম পারিষদের প্রবেশ।)

উভয়ে। মহারাজ চিরজীবী হউন, মহারাজ! সকল বিষয় মঙ্গল তো? আমরা কি কাতরই হয়েছিলেম; এ বিপদের কথা শুনে আমাদের অত্যন্ত ত্রাস উপস্থিত হয়েছিল। ঈশ্বর মঙ্গল করেছেন এখন আপনি নির্ব্ব্যাধি হ'ন — (মস্তকে ও বক্ষে হস্তলেপণ)

বিন। (পদধূলি গ্রহণান্তর) আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক প্রকার কাটিয়ে এসেছি; এখন শেষ রক্ষা হলেই হয়।

প্র, পারি। সকল দিকেই মঙ্গল হবে। আপনি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন—আজ অনেক কষ্ট হয়েছে। আচার্য্য মহাশয় অনুরোধ করি, মহারাজকে আপনারা কিঞ্চিৎ অবসর দিন।

কুলা। অবশ্য। জগদীশ্বর করুন মহারাজ আরোগ্য লাভ করুন—দেশ রক্ষা হউক।

[কুলাচার্য্য ও পারিষদদ্বয়ের প্রস্থান।

বিন। (স্বগত) উঃ কি মনস্তাপ ! হা বিধাতঃ ! তোমার মনেও এত বিড়ম্বনা ছিল ? জন্মেও যা হয়নি তাও আমার অদৃষ্টে ঘট্‌লো ! হা প্রিয়ে কামিনি, হা পতিব্রতে সতি, হা কুললক্ষ্মি, আমি তোমায় অকারণে নিষ্পাপে নষ্ট করেছি। আমার কুলকলঙ্কিনী ব্যভিচারিণী ছোট স্ত্রীর মায়ায় মুগ্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞান সকলি হারিয়ে আমি তোমায় পরিত্যাগ করেছি ; যা বল্‌বার নয় সে কথাও তোমায় বলেছি ! আমি এমনি নরাধম, এমনি পাষণ্ড, এমনি হতভাগ্য যে তোমার প্রাণ পর্য্যন্তও সংহার ক'র্ত্তে উদ্যত হয়েছিলেম ! ধিক আমার জীবনকে ! ধিক্ আমার বিবেচনাকে ! যে, সামান্য এক ব্যভিচারিণী আমায় মুগ্ধ ক'ল্লে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লুম্ না ? বাছা শরৎ ! তোমাকে আমি কত কষ্ট ক'রে—কত দেবতার আরাধনা ক'রে লাভ ক'ল্লেম ; তোমাকে এক দণ্ড না দেখ্‌লেও আমার যুগ সহস্র জ্ঞান হতো ; একটু কাঁদ্‌লে আমি বিষম মনোবেদনা পেতেম ; আমি দুরাচার নরাধম সেই তোমাকেও দেশান্তরী ক'ল্লেম ! যাবার সময় তোমার কাঁদো কাঁদো মুখখানি দেখেও পাষাণ-মনে একটু দয়া হলো না ! আহা শরতের আমার কি বা শ্রী ! আমার পুত্র ছিল না বটে, শরৎ

আমার পুত্রের আশা মিটিয়েছিল। সে শরতের প্রতি আমি এমন নৃশংস ব্যবহার কল্লুম? তার মুখ পানে একবার চেয়ে দেখ্‌লুম না? বাছাকে কোন্ প্রাণে আমি দেশান্তরে পাঠালেম? আহা! বাছা কত মিনতি ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো, কত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো, আমি এমন পাষণ্ড যে তা শুনেও আমার মনে একটু দয়া হ'লো না! যে উদয়ানীল আমার পরম বন্ধু—চির-সুহৃদ; যে কত সময়ে কত বিপদ হতে উদ্ধার করেছে; যার পরামর্শ নইলে আমি কোনো কাযই ক'র্ত্তেম না, তার পুত্র বিলাসকে অনর্থক কত যন্ত্রণাই দিলেম! বিলাস আমাকে বরাবরই পিতার মতন যত্ন করেছে, মান্য করেছে; এক দিনের জন্যেও আমার একটী কথার অবাধ্য হয়নি; সেই বিলাসকে আমি কত কষ্ট দিলেম—কত যন্ত্রণা ভোগ করালেম! আমার কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে? আমার কি নরকেও স্থান হবে? হা জগদীশ্বর! আমি কি গর্হিত কর্ম্মই করেছিলেম? আমি কি পাষণ্ড! কি নরাধম! কি কাপুরুষ! কি নির্দ্দয়! আমি অগ্নি সাক্ষী ক'রে যে কামিনীকে বিবাহ ক'ল্লেম, যাকে সহধর্ম্মিণী ক'রে তার জীবনের সমস্ত ভারই গ্রহণ ক'ল্লেম, যে কামিনী সর্ব্বদাই আমার সুখ কামনা ক'র্ত্তো; যে কামিনী

আমার জন্যে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত ছিল, যে কামিনী আমা ভিন্ন কাহাকেও জান্তো না; আমার একটু অসুখ হলে যে আহার নিদ্রা সমস্তইপরিত্যাগ ক'রে আমার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকুতো, আমি সেই অবলাকে কি ক্লেশই না দিয়েছি! আমি ছোট স্ত্রীর নব প্রেমে আবদ্ধ হলেম; ভুলেও কামিনীর মুখ পানে চেয়ে দেখতুম না, ছোট স্ত্রী যা বল্‌তো তাই ক'র্ত্তেম, যা এনে দিতে বল্‌তো তৎক্ষণাৎ তাই এনে মন জোগাতেম। কামিনী আমার ভাল খেতে পেতেন না; ভাল প'র্ত্তে পেতেন না সেই দুঃখে—সেই মনোবেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে কামিনী পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন! আমি কামিনীর সেই যাতনার প্রতিফল ভোগ ক'র্চ্ছি। কামিনি! প্রাণেশ্বরি! তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, তুমি এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গে গেছ; তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমায় সেজন্য মার্জ্জনা কর—আমি সে পাপের অনেক প্রতিফল পেলেম। (চিন্তা) হায়! দেশের মধ্যে আমার কত মান ছিল, সকলেই আমাকে কত ভক্তি ক'র্ত্তো; বিপদ পড়্‌লে সকলেই আমার কাছে এসে পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তো; রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করা পর্য্যন্ত সকলেই আমার বাড়ী আসা ত্যাগ করেছে; সকলেই আমাকে

ঘৃণা করে, তুচ্ছ জ্ঞান করে। আমার অপযশ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ এ জঘন্য ব্যাপারে কাহারো নিকটে যে মুখ দেখাই আমার এমন ইচ্ছা হয় না। আমার পক্ষে এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। আমার শরীরে সকল পাপেরই সঞ্চয় হলো; আমি স্ত্রী হত্যার পাতকী হয়েছি; এ পাপের কি আর কোনো প্রায়শ্চিত্ত আছে? শরৎ—আমি তোমার পাষণ্ড পিতা; মা! আমি অকারণে তোমায় দেশান্তরিত করেছি! বাছা তুমি দেশান্তরিত হয়েছ আমিও দেশান্তরী হবো তা হলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে। (চিন্তিত ভাবে শয়ন।)



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গৌড়রাজ্যের প্রান্তভাগ।

মলিনবেশে শরৎকুমারী প্রবেশ।

শরৎ। এখন যাই কোথায়? হা জগদীশ্বর! কূল দিয়েও অকূলে ফেল্লে? মাকে হারালেম; পিতা অকারণে পরিত্যাগ ক'ল্লেন—বনবাসে পাঠালেন। মামা এসে এই অরণ্যে ফেলে দিয়ে গেলেন। যদিও মেষপালক আমাকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দান ক'ল্লে—মেষ পালকের স্ত্রী কন্যার ন্যায় লালন পালন ক'রে আমার প্রাণ দান ক'ল্লে, শেষে কি ভাগ্য দোষে সেই মেষপালকের আশ্রয়ও হারালেম! এ বিদেশ, বিশেষতঃ প্রান্তর ভাগ, বনও সম্মুখে, সমস্ত দিন খুঁজে খুঁজে কোনো মতেই পথ বার ক'র্ত্তে পাল্লেম না। পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যায়; কণ্ঠ রোধও হয়ে এলো। উঃ! প্রাণ যায়! কি করি? উপায়তো কিছুই অনুভব ক'র্ত্তে পারিনে। একে ক্ষুধায় আচ্ছন্ন হয়েছি,

তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্চে আরতো চল্‌তেও পারিনে—বসে একটু বিশ্রাম করি। না হয়, এই খানেই আজ্ রাত্রি কাটাব।

(বন্দুক হস্তে বিলাসের প্রবেশ)

বিলা। (স্বগত) একি? এমন মনোহর রূপ তো কখনো দেখিনি। কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! নয়ন! পরিতৃপ্ত হও, দেখিয়া জীবন সার্থক কর! একি! পা যে আমার আর চলে না, আমার প্রাণ যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। আমি কি পাগল হলেম? না স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না তাই বা হবে কেন? এতো সত্য ঘটনাই বটে! আহা! যে ব্যক্তি এ রত্ন লাভ ক'র্ব্বে সেই ধন্য! তার জীবনই ধন্য! (দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ) হৃদয়! স্থির হও। কার জন্যে এত ব্যাকুল হলে? মন! ক্ষিপ্ত হয়োনা। মনুষ্য হয়ে দেবতাকে বাঞ্ছা করা পাগলের কর্ম্ম। কেন বৃথা এমন আশা কর? এ অসঙ্গত বাসনা পরিত্যাগ কর। ইনি সামান্যা কামিনী নন। দেখি ইনি কে? পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌বার তো কোন বাধা নেই? (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) একি? আমার সেই মনোমোহিনী শরৎ যে! রে রত্ন লাভ কর্‌বার জন্য আমি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন

ক’র্ত্তে উদ্যত হয়েছিলেম সেই রত্ন যে এই! আমার কি সৌভাগ্য! আমার আজ্ সুপ্রভাত রজনী, যে আমি আজ্ হারা নিধি প্রাপ্ত হলেম! আকাশের চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেলেম! (নিকটে গমন করিয়া হস্তধারণপূর্ব্বক) শরৎ! উঠ। একি? এখানে কেন? কে তোমায় এখানে আন্‌লে? তোমার পূর্ব্বের বেশ কই? কোথায় রাজনন্দিনী—কোথায় পথের কাঙ্গালিনী! কোথায় অট্টালিকায় বাস—কোথায় বনে বনে ভ্রমণ! শরৎ! কে তোমায় এখানে আন্‌লে?

শরৎ। বিলাস! (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক রোদন) আমার আর কেউ নেই। এই দেখ আমি পথের ভিকারিণী হয়েছি। ভাই! তুমি আমায় কত যত্ন ক’র্ত্তে, কত স্নেহ ক’র্ত্তে! তোমার কথা আমি জীবন থাক্‌তে ভুল্‌তে পার্ব্বো না। তোমাকে হারিয়ে পর্য্যন্ত আমার মন যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিল, তা আমি কি বল্‌বো—ঈশ্বরই জানেন। আমায় রক্ষা কর। আমি নিশ্চয় মনে করেছিলাম, যে এত বিপদ হতে উদ্ধার হয়ে বুঝি প্রাণ হারাই। এখন আমি অকূলে কূল পেলেম! পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা ক’ল্লেন। আমি আর ভয় ক’র্ব্বো না। এখন যদি আমার প্রাণ

যায় তবু মনকে প্রবোধ দিতে পার্ব্বো যে আমার জীবননাথের সম্মুখে আমার প্রাণ গেল!

বিলা। (সাদরে) শরৎ! তোমার সুমধুর বাক্য শুনে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হলো। আমি তোমায় ছেড়ে অসহ্য বিরহানলে দগ্ধ হতে ছিলাম; যদি আর কিছু দিন দেখা না হতো—নিশ্চয়ই এ দেহ পরিত্যাগ ক'র্ত্তেম। আমি অত্যন্ত অধীর হয়েছিলেম; দিবা নিশিই আমার মন শরৎ শরৎ ক'রে পাগল হয়ে উঠেছিল।

শরৎ। প্রাণবল্লভ! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছিলাম, তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গিয়েছিল, সে জন্যই এই নিরাসনে আপনার অদৃষ্টের প্রতি ভৎর্সনা ক'র্চ্ছিলেম আর জগদীশ্বরকে ডাকৃছিলেম। ভাগ্য ক্রমে আমি আমার হারাধন পেলেম। আর আমার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, আমার জিহ্বা জলে অভিষিক্ত হয়েছে। নাথ! এত দিন যে এত কষ্ট পেয়েছি এত ক্লেশ স্বীকার করেছি আজ তোমার মুখ কমল সন্দর্শন ক'রে আর তোমার সুধামাখা কথা শুনে সে সকল কষ্ট দূর হলো!

বিলা। বিধুমুখি! তোমায় এখানে আন্‌লে কে?

শরৎ। নাথ! সে কথা আর কি বল্‌বো—

সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ। তোমায় তো বাবা বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলেন, মাকে কত অপমানের কথা ব'ল্লেন, শেষে তাঁর প্রাণ পর্য্যন্তও সংহার ক'র্ত্তে উদ্যত হলেন। আমি বুঝিয়ে বল্‌তে গেলেম; ছোট মা কত গুলো অপমানসূচক কথা বলে আমায় ভৎ'সনা ক'ল্লেন; শেষে বাবা আমায় এই দেশান্তরী করেছেন। নাথ! আমার আর কোনো দুঃখ নেই, কেবল অভাগ্যবতী মার কপালে যে কি হয়েছে কিছুই জান্‌তে পাল্লেম না। কত কাঁদ্‌লুম, মামার পায়ে ধর্‌লুম, মিনতি ক'রে বল্লুম "একবার মার সঙ্গে আমায় দেখা ক'র্ত্তে দেও" কিছুতেই আমায় যেতে দিলে না; আমায় টেনে নিয়ে এলো। বিলাস! সেই অবধিই আমার এই দশা—সেই অবধি আমি আমার মাকে হারিয়েছি! মার আমি এক মাত্র সন্তান ছিলেম; মা আমাকে বই আর কারুকে জান্তেন না। ছোট মা মাকে কত কথা বল্‌তেন, কত রকমে অপমান ক'র্ত্তেন, আমার মুখ চেয়ে মা সে সব কথাই সহ্য করেছিলেন; আমাকে দেখেই তাঁর সকল শোক নিবারণ হতো। তোমার প্রতি অমন মিথ্যা অপবাদ সইতে পাল্লুম না, মার প্রতি অমন নিদারুণ ব্যবহার চক্ষে দেখ্‌তে পাল্লুম না। বাবাকে মিনতি কল্লুম, পায়ে পর্য্যন্ত ধরে কাঁদ্‌লুম, বাবা আ-

মার মুখ পানে একবার চেয়ে দেখ্‌লেন না, আস্‌বার সময় একবার মার সঙ্গে দেখা করেও আসতে পাল্লুম না। আমি সেই অবধিই মাকে হারিয়েছি—সেই অবধিই মার কোনো সংবাদ পাইনি। নাথ, আর কি আমি আমার দুঃখিনী মাকে দেখ্‌তে পাব? (ক্রন্দন)

বিলা। আদরিনি! এ অবস্থায় আর পূর্ব্বের সকল কথা মনে ক'রে হৃদয়কে আরও ব্যাকুল ক'রো না। তোমার শরীর একে অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়েছে, এর উপর যত চিন্তা ক'র্বে তত আরো অধিক কষ্ট বোধ হবে। এখন প্রিয়ে, এস তোমায় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করি; সুস্থ হলে তোমায় তোমাদের দেশে নিয়ে যাব।

শরৎ। নাথ! আমার বড় ভয় হ'চ্ছে পাছে আমা হতে তোমার পিতা মাতা তোমার উপর রুষ্ট হন। আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমা হতে তুমি অনেক অপমান সহ্য করেছ। আমি সেজন্য তোমার কাছে জন্মের মতন অপরাধিনী হলেম। নাথ! আমি মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেম, যে আমায় বুঝি তুমি একবারে পরিত্যাগ ক'ল্লে! কিন্তু জগদীশ্বর যখন আমার প্রতি মুখ তুলে চাইলেন—কৃপা ক'রে আমার জীবনাধারের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে দিলেন

তখন আমার আর কোনো কষ্ট নেই; আর কোনো চিন্তা নেই। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক বল পেলেম।

বিলা। শরৎ! আমি তোমার আন্তরিক্ ভাব অনেক দিন অবগত হয়েছিলেম। তোমার জননীও যে তোমার আন্তরিক ভাব জ্ঞাত ছিলেন তাও আমি জান্তে পেরেছিলেম; কিন্তু আমার অন্তঃকরণের ভাব আমি প্রকাশ করি নি; বোধ হয়, তুমিও তা জান্তে পার নি?

শরৎ। নাথ! তুমিতো তোমার অন্তরের ভাব জানাও নি—আমি কেমন ক'রে জান্তে পার্ব্বো? আমি অনেক চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু আমার কৌশল বুঝ্‌তে পেরে তুমি আপনার ভাব গোপন ক'রে রাখ্‌তে।

বিলা। প্রেয়সি! আমার ভাব গোপন কর্ব্বার আর কোনো কারণ ছিল না; কেবল আমার প্রতি তোমার বিমাতার বিদ্বেষ থাকা আমার না বল্‌বার কারণ। তোমার অসামান্য রূপলাবণ্যে, তোমার অনুপম শান্ত স্বভাবে, তোমার গাঢ় ভক্তিতে, তোমার বিমল প্রণয়ে আমি বড়ই মোহিত হয়েছিলেম—এমন কি, আমার প্রাণ পর্য্যন্তও তোমাকে সমর্পণ করেছিলেম। তোমায়

হারিয়ে আমি স্থির করেছিলেম, যে সংসারাশ্রম-সুখ পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হবো। আমি এখন সে আশা পরিত্যাগ ক'ল্লেম ; আমার হারা মণি আপনা হতেই আপনি পেলেম। এখন ভাই তুমি আমার শরীর পবিত্র কর। তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হলে ; আর কাকে সাক্ষী মান্‌বো—ধর্ম্মই তার সাক্ষী রইলেন। আজ হতে আমি তোমার ধর্ম্ম প্রতিপালনের সহায় হলেম ; আমি তোমার জীবনের সমস্ত ভার গ্রহণ ক'ল্লেম।

শরৎ। প্রাণেশ্বর! আমার মনের ভাব তোমার জান্তে বাকী নেই, তুমি তা অনেক দিনই জেনেছ। তোমার অদর্শনে আমিও পাগলিনী হয়ে চারিদিকেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম ; কি কর্ব্বো কিছুই স্থির ক'র্ত্তে পারি নি। প্রিয়বল্লভ! আমি চিরদুঃখিনী, পথের কাঙালিনী হয়ে বেড়াচ্ছিলেম। এ অসহায় দাসীর অদৃষ্টে যে এ মিলন সুখ হবে তাতো স্বপ্নেও ভাবি নি। দাসী আপনার শ্রীচরণে আশ্রিতা হয়ে রইলো। আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার দুঃখেই আমার দুঃখ। সে যাহোক, এখন রাত্রি হয়ে এল ; আমাকে সেই মেষপালকের আশ্রয়ে লয়ে চল। এখন কিছু দিন আমি ঐখানেই থাকি ; তার পর ভাই, প্রকাশ্য পরিণয়ের উপায় তুমিই ক'রো।

বিলা। প্রণয়িনি! তোমার সুধামাখা মধুর বাক্যালাপে আমি সব ভুলে গিয়েছি; তোমায় ছেড়ে কেমন ক'রে থাকুবো এই ভাবনাই এখন মনোমধ্যে প্রবল হয়ে উঠ্‌লো।

শরৎ। প্রাণবল্লভ! আমি যে এত কষ্ট পেয়েছি এত যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তোমার মুখ কমল নিরীক্ষণ ক'রে সে সব ভুলে গিয়েছি। তোমায় বিদায় দেবো ভেবে আবার যেন পূর্ব্বের সেই কষ্ট নূতন বোধ হচ্চে।

বিলা। প্রিয়ে! কা'ল্‌তো দেখা হবেই। আজ্‌ রাত্রি কেমন ক'রে কাটাব তাই ভাব্‌চি। হায়! কেনবা আমাদের আবার মিলন হলো! যা হোক, এখন এস তোমায় রেখে আসিগে।

শরৎ। নাথ! তুমি তো এখনও যাও নি, তবু আমার মন এত ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ছে কেন? সমস্ত রাত্রি যাবে তবে কাল প্রাণনাথের মুখ দেখ্‌তে পাব বলে কি আমার এত যন্ত্রণা বোধ হচ্চে?

বিলা। প্রেয়সি! পরস্পরের মনে প্রণয় সঞ্চার হলে এমনিই হয়ে থাকে। আমার প্রাণও প্রাণের কাছে রেখে দিলেম। এখন এস যাই —

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(প্রসন্ন বাবুর পুষ্পোদ্যান)

উমেশ, মহাদেব ও প্রসন্ন আসীন।

প্রস। তোমাদের হতেই ভাই এ যাত্রা রক্ষা পেলেম। তোমরা ভাই সে সময়ে গিয়ে পড়েছিলে তাই মানে মানে রক্ষে, নচেৎ আমি কি এ মুখ দেখাতে পার্ত্তুম? অমন সময়ে তোমরা না গেলে কাল ঐ কাওরা বেটার হাতেই প্রাণ খোয়াতে হতো।

মহা। তোমাকেতো বার বার বারণ করি, তবু যে তুমি বুঝেও বুঝনা তা কি ক'র্ব্বো বল? আমরা শুন্‌তে পেয়েছিলাম তাই রক্ষে; না হলে কাল কি সামান্যি অপমান হতে? ঐ জন্যেই বলি পয়সা খরচ করো, পব্‌লিক প্রস্‌টিটিউটের বাড়ী যাও—তাতে কেউ কিছু ব'লবে না। পাড়ার কার্‌ বউটী ভাল, কার্‌ ঝিটী রাঙা, ঐ ক'রে বেড়াতে গেলেই ও রকম অপমান হতে হবে। মান অপমানের ভয় সকলেরি

আছে। তুমি বড় মানুষের ছেলে; তোমার যেমন মান অপমানের ভয়—ওদেরও তো তেমনি ?

প্রস। না ভাই, কি জান ? ও বেটা মেষ চরিয়ে বেড়ায়, ওর ঘরে যে অমন ভাল মেয়ে থাকবে একি ভাই সম্ভব হয় ? না দেখ্‌লে বিশ্বাস হয় ? মেয়েটার যে শ্রী, আমি তো আমি, কতো ব্যাটা মুনি ঋষির এমন মেয়ে দেখ্‌লে মন ট'লে যায়! তা ভাই, আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি তার প্রতিফল পেয়েছি, এখনও সেই কথা মনে প'ড়ে বুকের ভেতর কেমন কেমন ক'চ্ছে।

উমে। মহাদেব কি হয়েছিল ভাই ?

মহা। শোননি ? কাল তো কর্ত্তা কাওরাদের বাড়ী রসিকতা ক'র্ত্তে গিয়েছিলেন। তারা চাষা লোক; যদিও মেষ চরিয়ে বেড়ায় তবু তাদের তো মান অপমান বোধ আছে ? মিন্সেকে তো দেখেছ—যেন কালান্তক যম! উনি যেমন কুঁড়ের কানাচে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সে এসেই ওঁর গলায় গামছা দিয়ে বল্লে "তবে রে শালা, এখন তোর কোন্ বাপে রক্ষা করে বল্ ? এই না তোরা বামুন, গলায় পইতে ? আজ তোরে পইতে ফেলিয়ে দিয়ে কাওরা ক'রে তোর গলায় ঢোল চাপিয়ে দেবো তবে আমি বাপের বেটা।"

উমে। কি লজ্জা! তার পর কি হলো?

মহা। আমরা চণ্ডীমণ্ডপে ব’সে তাস্ খেল্‌ছিলেম। আমার কানে হঠাৎ যেন ঐ কথার শব্দ ঠেক্‌লো। দৌড়ে গিয়ে দেখি উনি টানাটানি ক’চ্চেন —সেও ছাড়্‌চে না। আমরা গিয়ে পড়্‌তে তবে ওঁকে ছেড়ে দেয়।

উমে। প্রসন্ন! এসব দেখে শুনেও কি তোমার ঘৃণা হয় না? তোমার বাবা যদি টের পেতেন তা হলে কি হতো বল দেখি? আর এক দিন শুন্‌লেম তুমি ঐ পোদেদের বাড়ীতে এই রকম রসিকতা প্রকাশ ক’র্ত্তে গিয়ে ঐ রকম তাড়া খেয়ে শেষে জুতো জোড়াটা ফেলে পালিয়েছিলে; পরে শ্যালে তাড়া ক’রেছে বলে নিস্তার পাও।

প্রস। উমেশ! কি জান ভাই, একে ও বেটা মেষপালক; এত্ দিন নয় তেত্ দিন ব্যাটা ওটীকে পেলে কোথা থেকে? বেটীর শ্রী তো নয় যেন দেবতা। অমন দেখে কি চুপ ক’রে থাকা যায়?

উমে। মহাদেব গিয়ে না ছাড়িয়ে দিলে কি হতো?

মহা। লাথি আর কিলের চোটে পেট ভ’রে যেতো—আর কি হতো!

প্রস। ইস্!, বেটার সাধ্যি কি যে আমার কিছু করে? আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্চ্ছি যত টাকা খরচ হয় ক'র্ব্বো; ক'রে ও রত্ন লাভ ক'র্ব্বো। এতে আমার "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

উমে। অমন ক'রে বেড়াও কেন—তার চেয়ে একটী ভাল মেয়ে দেখে বিবাহ কর না কেন?

প্রস। ঐ জন্যেই তো বাবার সঙ্গে ঝগড়া। আমার এত বয়েস হয়েছে, বাবা এত দিন পর্য্যন্তও আমার বের কোনো কথা মুখে আন্তেন না। মা ব'লে ব'লে শেষে একটা কালো মেয়ের সঙ্গে বে দেবার কথা ঠিক করেছেন। আমি বরাবর ঠিক ক'রে রেখেছি ঐ ভট্চায্যিদের মেয়েটীকে বিয়ে ক'র্ব্বো। সে পরীর মতন মেয়ে—তাকে পচন্দ হলো না; না হয়ে একটা বিশ্রী কদাকার মেয়ের সঙ্গে শেষে বের ঠিক করেছেন। পোড়া কপাল অমন বিয়ের! সাত জন্ম বিয়ে না করি সেও ভাল, তবু অমন শেওড়া গাছের পেৎনী ঘরে আন্বো না।

উমে। (স্বগত) মেয়েটীর পরকাল নষ্ট হবে বলেই তোমার পিতা সম্মত হন্‌নি। (প্রকাশ্যে) ঝগড়া টা কি হলো?

প্রস। বাবা বল্লেন "ওটা যেমন বাঁদর হয়েছে

যা মনে করে তাই কি ক'র্ত্তে হবে ?. আমি যেখানে ঠিক করেছি সেই থানেই বে দেবো।" আমি তো রাগ সম্বরণ ক'র্ত্তে পাল্লুম না। শেষে বল্লুম "Such fathers ought to be whipped" (সকলের হাস্য)

মহা। বা প্রসন্ন ! তোমাকে তারিপ করা উচিত !

প্রস। সাধ ক'রে কি বলি ? গায়ের জ্বালাতে বলি। আমি বে ক'র্ব্বো, আমার যদি পচন্দ না হয় তবে বে ক'রে ফল কি ? শেষে পচন্দ হবে না ; স্ত্রীকে কি আমি দান সাগর ক'র্ত্তে আন্‌বো ?

মহা। উমেশ ! প্রসন্ন আমাদের উত্তম বক্তৃতা ক'র্ত্তে পারে। এস প্রসন্নের মুখ থেকে কিছু বক্তৃতা শোনা যাক্।

প্রস। আমরা মুর্খ লোক। আমরা কি বক্তৃতা কর্‌বার যোগ্য ?

মহা। না ভাই ! তোমাকে কিছু বল্‌তেই হবে।

প্রস। না ভাই, আজ্ ক্ষমা কর ; এ মৌতাতের সময়, এখন ওসব পার্ব্বোনা। সে তখন আর এক সময় হবে।

উমে। তবে তোমরা থাক ; আমি ভাই, আজ্ চল্লেম। বাড়ীতে অনেক কায আছে।

[উমেশের প্রস্থান।

মহা। প্রসন্ন! এদিক্‌কার কি ক'ল্লে?

প্রস। চার্‌ ফেলেছি কিন্তু মাছে ঠোক্‌রাচ্চে না। ক্ষেমী বেটীকে কা'ল্‌ পাঠিয়েছিলেম, কিন্তু ছুঁড়ীর সঙ্গে কথা কইতে সময় পায় নি। ছুঁড়ীও তেমন চালাক নয়। আজতো নগদ দুশো টাকা দিয়ে পাঠিয়েছি। দেখ অদৃষ্টে কি হয়!

মহা। ছুঁড়ীটে কোথা থেকে এলো, তার কোনো সন্ধান পেলে?

প্রস। না, তার কোনো ঠিক খবর পাই নি। আজ ক্ষেমী এখানে আস্‌বে বলেছে। এলেই সব টের পাওয়া যাবে। (নেপথ্যে শব্দ শুনিয়া) কেমন ওস্তাদ লোক দেখেছ! কেউ আছে কিনা তাই সাবধান ক'রে দিলে!

(ক্ষমার প্রবেশ)

"এই যে মেঘ না চাইতেই জল!"

ক্ষমা। জল না হলে লোকের প্রাণ বাঁচে কিসে বল?

প্রস। লোকের প্রাণ বাঁচুক আর না বাঁচুব আমাদের প্রাণতো আর বাঁচেনা; এখন তুমি বাঁচাও তো বাঁচে।

ক্ষমা। না ভাই! আমি বাঁচাতে পাল্লুম না। আমি আজ্ হার্ মেনে এয়েছি। চেষ্টার কসুর করি নি, লোভ দেখাতেও ছাড়ি নি, কিন্তু কিছুতেই কিছু ক'রে উট্‌তে পাল্লুম না। ছুঁড়িটের বড় অঙ্খার!

প্রস। টাকা দেখিয়েছিলে?

ক্ষমা। দুশো ছেড়ে পাঁচশো টাকা অবুধি বলিছিলুম। ছুঁড়ী কি টাকা চায়? তার গায়ে যে দু এক খানা গহনা রয়েছে দেখ্‌লুম, বোধ হয় তোমাদের বাড়ীতে তার এক খানাও নেই।

প্রস। শেষে কি বল্লে?

ক্ষমা। তার যে সব কথা, শুন্‌লে গা জ্বলে যায়। সত্যি বল্‌চি বাবু, ঢের ঢের মেয়ে আমা হতে ঘর বাড়ী ছাড়া হয়েছে, এ বয়সে কত লোককে মজিয়িছি, কিন্তু এমন মেয়ে তো বাপের জন্মে দেখি নি! এত বুজুলুম, এত লোভ দেখালুম, আর কোনো মেয়ে হলে অমনি চারে এসে পড়ে, এ কিনা ব'ল্লে "দেখ আয়ি, ভদ্র লোকের মেয়ে, অবিবাহিতা, কখনো কাৰুর দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখিনি, বিশেষ এখনো নারী জন্মের সুখ কারে বলে তা জানিনে, আমায় অমন কথা বলো না। আমি যাঁকে পতিত্বে বরণ ক'র্ব্বো স্থির ক'রে রেখেছি, তাঁকেই আমার

মন প্রাণ সকলি, সমর্পণ ক'র্ব্বো। তিনি যদিও আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমার মুখ পানে না চেয়ে দেখেন, তবু আমি কখনো তাঁকে পরিত্যাগ ক'র্ব্বো না। আমি প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বো,—বনবাসিনী হবো সেও সহস্রবার স্বীকার, তবু পর পুরুষে কখনো প্রয়াসী হবো না।”

প্রস। টাকা দেখাতে কি বল্লে?

ক্ষমা। টাকার দিকে কি চেয়ে দেখে? বলে “আমি সামান্য ধনে ইচ্ছুক নই। আমি এ জন্মে অনেক সুখ ভোগ করেছি; টাকা আমার ধন বলে জ্ঞান হয় না।”

প্রস। বড় লোকের আশ্রয়ে থাক্‌তে পাবে তা বল্লে?

ক্ষমা। সে কথায় যে জবাব দিয়েছে, তা শুনে আমারও বড় নজ্জা হয়েছে; মনে ধিক্কার জন্মেছে যে, এ জন্মে এমন কাযে আর হাত দেব না। ছুঁড়ী বলে কি “যিনি তোমায় পাটিয়েছেন তাঁকে বুঝিয়ে বলগে, যে যদি কেউ তাঁর মেয়ে কি তাঁর স্ত্রীকে কুলের বার ক'র্ত্তে চেষ্টা করে, কি নানা রকম লোভ দেখিয়ে একবারে বার ক'রে নিয়ে যায়, তাহলে তিনি যা মনে করেন, আমার বাপ মা আমার স্বোয়ামী

তো সেই রকম মনে ক'র্ত্তে পারেন।" ছুঁড়ী আবার বলে কি "আমি হাজার টাকা দিতে রাজী আছি তুমি তোমার মেয়েকে, কি যিনি তোমায় পাটিয়েচেন তাঁর স্ত্রীকে আমায় এনে দাও দেকি ?"

প্রস। মহাদেব! দেখেছ ভাই, ছুঁড়ীর আস্পাদ্দার কথা শুন্‌লে ? আচ্ছা আমিও দিব্যি করে ব'ল্‌ছি আমি ওঁর মাথা খাব, ওঁর সতীত্ব ফন্সান বা'র্‌ ক'র্ব্বো তবে আমার নাম প্রসন্ন। বাবা! আমি তেমন বাপের বেটা নই; আমার এম্‌নি প্রতাপ যে দেশে কারো পরিবার সতী থাকবার যো নেই।

মহা। কিন্তু ভাই, এতে যদি কৃতকার্য্য না হও, এর মাথা যদি খেতে না পার, তবে তোমারে ধিক, তোমার জীবনে ধিক!

ক্ষমা। যা হোক বাবু! আমাকে তো এখন বিদায় কর।

প্রস। বিদায় কর্ব্বার হলে ক'র্ত্তুম; তোমায় আর বলতে হতো না। যে কথা বল্লে তাতে বরং তুমি আমায় বিদায় কর।

ক্ষমা। সে কি বাবু! তোমায় আবার কি রকম বিদায় ক'র্ব্বো ?

প্রস। কেন যমের বাড়ী!

ক্ষমা। বালাই শত্তুরকে বিদেয় করি, তোমায় কেন অমন ক'রে বিদেয় ক'র্ব্বো ?

মহা। ক্ষেমঙ্করি! তবে আজ্ কা'ল্ কেমন চল্‌চে ?

ক্ষমা। চলাচলি সব বিধেতার হাত্ — আর তোমাদের অনুগ্রহ।

মহা। এই তো ভাই! আমার কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্লে না। আমিতো তোমায় ও ভাবে জিজ্ঞাসা করি নি।

ক্ষমা। ভাবের অভাব হয়ে পড়েছি, তা কি ক'রে ভাব বুজ্‌বো বল ?

প্রস। কেন, ভাবের অভাব হলো কিসে ?

ক্ষমা। সে ভাই অনেক কথার কথা।

বিধি করেছেন মোরে ভাবেতে অভাব।
আর কি আমার আছে পুর্ব্বের স্বভাব ?
আগেতে ছিলেম আমি পতি সোহাগিনী।
কতই সুখেতে মোর পোহাত যামিনী।
ক্ষেমী ক্ষেমী করে সে যে হইত উন্মাদ।
তিলেক অন্তর হলে ঘটাত প্রমাদ।
কোনো রকমেতে যদি দেখিতাম দোষ।
বাড়াতাম মান নিজ প্রকাশিয়ে রোষ ॥
কাকুতি মিনুতি সে যে প্রকাশিত তবে।
আর কি সে দিন ভাই ফিরিয়ে আসিবে ॥

আর কি পাইব ভাই সে যত্নের ধন।
আর কার কাছে পাব সেরূপ যতন।।

প্রস। সে গেছে বলে কি তোমায় যত্তন করে এমন আর কেউ নেই?

ক্ষমা। আমার কি ভাই সে দিন কাল আছে, যে, কেউ যত্তন ক'র্ব্বে? আমার যখন সময় ছিল কত শত বাবু ভেয়ে আমার পাছে ফিরে বেড়াত; কত লোকে আমায় তখন যত্তন ক'র্ত্তে চাইতো; তখন কি গুমোরে কারুর দিকে ফিরে চেয়ে দেখ্‌তুম? তখন আমি দেখ্‌তুম না—এখন আমায় কে দেখে তার ঠিক নেই!

প্রস। আচ্ছা ভাই! তোমায় জিজ্ঞেসা করি, কোনো বাবু ভেয়ের তুমি কখনো সর্ব্বনাশ ক'রেছ?

ক্ষমা। এখন ভাই, আমার সে সব বল্‌বার সময় নেই। তোমাদের কাছে দাঁড়ালে আমার পেট্ চল্‌বে কেমন ক'রে বল? আপনার দুঃখের চেষ্টা দেখিগে—

[প্রস্থান।

প্রস। চল ভাই মহাদেব! আমরা এখন অন্য চেষ্টা দেখিগে। প্রাণ যায় সেও স্বীকার; তবু এক বার সাধ্যমত দেখ্‌তে হবে—বেটী কেমন সতী।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মেষপালকের কুটীর।

শরৎকুমারী ও বিলাস আসীন।

শরৎ। নাথ! দাসী তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ করেছে, এখন তোমার মতেই দাসীর মত। তুমি বিদেশে যেতে চাও আমি যাব, সাগর পারে যেতে চাও আমি যাব, বনে বনে ভ্রমণ ক'র্ত্তে চাও আমিও ক'র্ব্বো। তবে কি না—

বিলা। প্রণয়িনি! এ কি? আমায় গোপন ক'র্চ্চো কেন? যা বল্‌বার থাকে বল।

শরৎ। নাথ! আমার বড়ই বাসনা, একবার দুঃখিনী মার অবস্থা দেখে আসি। অভাগ্যবতী মা যে কি ক'র্চ্চেন কিছুই ঠিক ক'র্ত্তে পাচ্চিনে। আমার ছোট মা বাবার আদরের স্ত্রী; ছোট মা তাঁকে যা বলেন তিনি তাই বেদ বাক্যের ন্যায় শোনেন। পিসীমাও আজ্‌ কাল্‌ ছোট মার দিকে; ছোট মার হয়ে মাকে অনেক জ্বালা যন্ত্রণা দেন।

শর। প্রিয়তম! আমিও বিবেচনা করেছিলেম যে একটু সুস্থ হয়ে যাব ; কিন্তু এখানে আর এক তিল থাক্‌তে ইচ্ছে করে না। আমার মন এখন বড় কাতর হয়েছে আর এখানেও দিন দিন নানা উপদ্রব দেখ্‌তে পাচ্চি। সময়ে সকলি বল্‌বো—সে সব কথা এখনকার নয়। নাথ! তবে কা'ল্‌ই যাত্রা ক'র্ত্তে হবে।

বিলা। আচ্ছা, তাই হবে ; তবে আজ্‌ আমি চল্লুম। আমিও সব আয়োজন ক'রে বাপ মার মত নিয়ে আসি। কিন্তু ভাই, তোমায় মিনতি ক'রে বল্‌চি ধৈর্য্য ধর ; অত ব্যাকুল হলে কি হবে?

[বিলাসের প্রস্থান।

শর। (স্বগত) উঃ! একি? মন যে আরো ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। এতক্ষণ তো বেশ ছিলেম। নাথের মুখাবলোকন ক'রে আমার যে এত কষ্ট—এত দুঃখ সবই দূর হয়ে গিছ্‌লো ; এখন কি ঠিক বিপরীত ভাব ঘট্‌লো? এতদিন মার জন্যে—গোলাপের জন্যে, আর আর সকলের জন্যে কত ভাব্‌তুম, কত দুঃখ হতো, কিন্তু প্রাণনাথকে দেখা পর্য্যন্ত সে সকল দুঃখ দূর হয়ে গেছে। আহা! যতক্ষণ নাথের কাছে বসে থাকি, ততক্ষণ কোনো ক্লেশই থাকে না ; বরং শরীরে

কি এক প্রকার নূতন ভাবের উদয় হয়ে শরীরকে পুলকিত করে। আজও এতক্ষণ আমার মন সেই রকম ছিল, কিন্তু এখন যেন কেমন কেমন হ'চ্ছে। জগদীশ্বর অদেষ্টে আরো কি লিখেছেন তাতো বল্‌তে পারিনে।

(মেষপালকের প্রবেশ)

মেষ। (স্বগত) মা! তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, তুমি আমার ঘরে যে ক দিন ছিলে লক্ষ্মী যেন অচলা ছিলেন। কি ক'র্ব্বো মা, দেশের জমীদার আজ্ যে নিদারুণ আজ্ঞা দিয়েছেন, আমি কেমন ক'রে—কোন্ প্রাণে সে কথা মুখ দে বার ক'র্ব্বো, ভেবে ঠিক ক'র্ত্তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) মা! যে কদিন তুমি আমার ঘরে এসে রয়েছ, এক দিনের তরেও তোমার মুখে হাসি দেখ্‌তে পেলেম না; সদাই তোমাকে বসে ভাব্‌তে দেখি। তোমার এত ভাবনা কিসের মা?

শরৎ। বাছা! অন্য ভাব্‌না আর আমার কি থাক্‌বে বল? আপনার লোকে যত যত্তন না করে, তুমি আমায় তার চেয়েও ভাল বেসে থাক—যত্তনও ক'রে থাক। তবে আর আমার অন্য কিসের ভাবনা হবে?

মেষ। মা, ভাব্‌না নেই তবে ভাব কি? মা,

তোমার এত অল্প বয়েস তোমার কি কেউ নেই মা? এত দিন আমার বাড়ীতে আছ, একদিনও তো তোমাকে কেউ খুঁজ্‌তে এলো না মা!

শরৎ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) বাছা! সে কথা আর তোমাকে কি বল্‌বো? আমার সকল থেকেও কেউ নেই।

মেষ। মা! সে কি? তোমার কি কেউ নেই?

শরৎ। থাকবে না কেন—আছে। আমার মা আছেন, বাপ আছেন, সকলেই আছেন, কিন্তু তাঁরা থেকেও নেই।

মেষ। সে কি? সবাই থেকেও কেউ নেই কি? তবে কি তুমি রাগ কি ঝগড়া ক'রে এয়েছ? না মা, তা হবে না—চল আমি আজই তোমাকে সেখানে রেখে আসি গে। আর তোমার এখানে থেকে কাজ নেই।

শরৎ। (স্বগত) বিধাতঃ! অদেষ্টে শেষে এতও ছিল! যে মেষপালক আমায় এনে আপনার বাটীতে জায়গা দিলে, যে মেষপালকের স্ত্রী আপনার মেয়ের চেয়েও যত্ন ক'রে আমায় প্রতিপালন ক'চ্ছিল, সে মেষপালকও বোধ হয় আর আমাকে আশ্রয় দেবে না। কেননা, তা না হলে এতদিন নয় তেতদিন

আজ্ এমন কথা বল্‌বে কেন ? (প্রকাশ্যে) বাছা! আজ্ অমন কথা বল্‌ছ কেন ? আর কোনো দিন তো তোমার মুখ দিয়ে এমন কথা শুনিনি ?

মেষ। (স্বগত) হায় হায় কি করি ? কেমন ক'রে এমন কঠিন কথা এঁকে শোনাই ? কিন্তু করিই বা কি ? আর তো গোপন রাখিতে পারিনে। এখন তো যথার্থ ঘটনা যা তা বলি এতে যা থাকে কপালে ! (প্রকাশ্যে) মা কি বল্‌বো, বল্‌তে বুক ফেটে যায় ; কিন্তু না বল্লেও আমার ধন প্রাণ বাঁচ্‌বে না।

শরৎ। ভয় কি বাছা ? বল বল—তুমি কি ক'র্ব্বে ? এত দিন তুমি ঠাঁই দিছ্‌লে তাই এ যাত্রা বেঁচেছি ; নইলে হয়তো বাঘ ভাল্লুকেই খেয়ে ফেল্‌তো ! সত্য বল্‌তে কি, বাবার যে এমন অট্টালিকা, তাতেও আমি যত সুখ না পেয়েছি, তোমার কুটীরে থেকে আমি তার চেয়েও অধিক সুখী হয়েছিলেম। এখন যদি আশ্রয় না দাও অদেষ্টে যা আছে তাই ঘট্‌বে।

মেষ। (সাশ্রুনয়নে) মা ! আমাদের দুর্দ্দান্ত জমীদার আজ্ এক ভয়ানক আজ্ঞা দিয়েছেন। বিলাস বাবু যখন তখন তোমার কাছে এসে কথা বাত্রা কন্ ব'লে বাবু আজ্ আমায় বারণ ক'রে দিয়েছেন যে, তোমাকে আর বাড়ীতে রাখ্‌তে পার্ব্বো না। যদি

রাখি, এখুনি আমার চাল কেটে উঠিয়ে দেবেন বলে-চেন। কি ক'র্ব্বো বল মা, জমীদারের আজ্ঞে! মা তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোমাকে আমি কেমন ক'রে বিদায় ক'র্ব্বো তাই ভাবচি।

শরৎ। কি বল্‌বো বাছা! সকলি আমার অদেষ্টের ফের; নইলে এমন হবে কেন বল? জমীদার যদি তোমার প্রতি এমন হুকুম দিয়ে থাকেন, আমি এই দণ্ডে তোমার কাছে বিদায় হলেম। কিন্তু আমার বড় দুঃখু রইলো, যে তোমার উপকারের কোনো রূপ পরিশোধ দিতে পাল্লেম না। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ; সে উপকার আমি যত দিন বেঁচে থাক্‌বো তত দিন মনে থাক্‌বে। যা হোক্ আমি চল্লেম; কি ক'র্ব্বো, আজ্ রাত্রে না হয় এই বনে কোনো গাছের তলায় পড়ে থাক্‌বো। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে (কুটীর হইতে বাহির হইতে হইতে স্বগত) হতভাগিনীর প্রাণ তো এখনো হত হলো না। হা বিধাতঃ, আমার অদৃষ্টেও এত দুঃখ—এত কর্ম্ম ভোগ লিখেছিলে? এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও সুস্থ হতে পাল্লেম না? দুঃখিনীর জীবন যমালয়েও গেল না, যে তা হলেও এ যন্ত্রণার হাত থেকে এড়াতে পার্ত্তেম! হায়! কয় মাস ধরে কাঙ্গালিনীর মতন মলিন,

বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ ক'রে যদিও পতির মুখকমল দেখ্‌তে পেয়েছিলেম, পতির চরণ সেবা ক'রে সুখে চিরকাল কাটাব মনে ভেবেছিলেম, পোড়া অদৃষ্টের ফেরে সে আশাতেও কি নিরাশ হতে হলো! এখন করি কি—যাই কোথা? প্রাণনাথের সঙ্গেই বা কি ক'রে দেখা করি? প্রাণনাথ! তুমি কা'ল এসে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যাবে বলেছ; তোমার আসা পর্য্যন্ত কি জীবন রাখ্‌তে পার্ব্বো? দাসীর জীবন কি সে পর্য্যন্তও দেহ পিঞ্জরে বদ্ধ থাকবে? (চিন্তা) মেষপালক এত যত্ন, এত সেবা ভক্তি ক'রেও তার পর কি এত নিষ্ঠুর হলো যে, একবারে আমাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলে? অথবা সেই বা কি ক'র্ব্বে? সে গরিব প্রজা বইতো নয়! জমীদারের হুকুম—কি ক'রে না শোনে? জমীদারই বা আমাকে জান্তে পাল্লে কেমন ক'রে? আমি তো কারুর কাছেও যাইনি—আর কেউতো আমাকে দেখ্‌তে পায় নি? একটী স্ত্রীলোক কেবল আমাকে কুপথে নিয়ে যাবার জন্যে ক দিন এঁসেছিল বটে, তা সে হতেই কি আমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছে এমন সম্ভব হয়? হবে! আশ্চর্য্য কি? (দেখিয়া) সন্ধ্যেও উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, তা না হলে গ্রামের ভেতর কারো কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতেম

যাহোক, আগে একটা পুষ্করিণী আছে যেন মনে হচ্চে; আজকের রাত্‌টে সেই মাঠেই যাপন করি, তার পর অদেষ্টে যা আছে তাই হবে।

[নিষ্ক্রমণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুষ্করিণীর পাড়।

বিনোদিনী ও কাদম্বিনীর প্রবেশ।

বিনো। তার পর?

কাদ। পোড়া রাত্ কি ব'ন্ কাটে! একে বৈশাখ মাসের র'দ্, তাতে আবার একাদশীর উপোস। তেষ্টায় যেন বুকের ছাতি ফেটে যেতে নাগ্‌লো।

বিনো। আর ভাই দেখেছ—পোড়া একাদশীর দিনেই র'দের যত তেজ বাড়ে। বিধবাদের সঙ্গে সুয্যি দেবের কি ব'ন্ এত বিবাদ? আমরা তাঁর কি পাকা ধানে মই দিয়েছি?

কাদ। আর একটা একাদশী করেছিলুম তাতে এত কষ্ট হয় নি ; এটাতে ব'ন্, বড় কষ্ট পেয়েছি।

বিনো। নতুন নতুন বলেই অতটা হচ্চে। দিন কতক কেটে গেলে আর অত থাক্‌বে না।

কাদ। আর ব'ন্, আমাদের নতুনই বা কি আর পুরোণই বা কি ! সমুদ্রে পড়ে আছি শিশিরে আর কি ক'র্ব্বে বল ? যখন জন্ম কালটাই এই রকম যাতনা ভোগ ক'র্ত্তে হবে, তখন আমাদের পক্ষে এখন মরণই ভাল। ব'ন্ তখনই বা আমাদের কি আদর ছিল এখনই বা কি হয়েছে ?

বিনো। ছি ছি ছি, এমন পোড়া জন্মও কি আর আছে ? এক জনের জন্যেই আমাদের মান—এক জনের তরেই আমাদের আদর। যখন সে ছিল তখনই বা আমাদের কত যত্তন—কত আইত্তি ! এখন পোড়া কপালিদের দিকে কেউ একবার চেয়েও দেখে না ! সাত দিন না খেলে কেউ এক বার ভুলে জিজ্ঞেসটাও করে না যে আছি কি গেছি।

কাদ। জিজ্ঞাসা করা চুলোয় যাক্ একবার কি চেয়ে দেখে? আর যখন সে ছিল ব'ন্, সকাল না হতে হতে জল খাওয়াতো, যদি একটু খেতে দেরি ক'র্ত্তুম শাশুড়ী ননদ্ বাড়ী সুদ্ধু সকলে কত বক্‌তেন। ব'ন্,

দুঃখের কথা বল্‌বো কি, সবে এই দেড় মাস গেছে এমন যে দশমীটা গেল, রাত্তির বেলা একটু কিছু জল পর্য্যন্ত খেতে বল্লে না গা! আমাদের কি আর বেঁচে সুখ আছে ভাই? এখন মা গঙ্গা একটু ঠাঁই দিলেই বাঁচি; তা হলেই সব যন্ত্রণা যুড়োয়!

বিনো। আচ্ছা কাদু! শুনেছিলুম মর্‌বার সময় তোর ভাতার নাকি তোকে কত টাকা দে গেছিল; সে সব কি কল্লি?

কাদ। ব'ন্‌! সে কথা আর কি বল্‌বো— বল্‌তে গেলে আমার কান্না পায়। আমায় সে বড় ভাল বাস্‌তো; সহরে যে জিনিষটে নতুন উট্‌তো আগে আমার জন্যে কিনে আন্তো। দশটা থেকে চার্‌টে অবুধি আপিসে থাক্‌তো, বাকী সময় টুকু খালি আমার কাছে বসে থাক্‌তো। ব'ন্‌! সে আদরের ধন যখন বিধেতা কেড়ে নিয়েছেন, তখন অন্য ধনে আমার আবিশ্যক কি?

বিনো। তা হাজার হ'ক্‌, তবু টাকা গুনো নিয়ে কি কল্লি? টাকার জন্যেই এ পিথিমের সব।

কাদ। (সজলনয়নে) তাকেতো এক দিক্‌ দে বাইরে বার ক'রে নিয়ে গেল; আমার তো তখন দিক্‌ বিদিক্‌ জ্ঞান নেই জান; কোথায় যে আছি, কি যে ক'র্চ্ছি তার

কিছুই সাড় নেই ; এমন সময় ননদ আবাগী এসে আমার আঁচল থেকে চাবি কটা নিয়ে গিয়ে আমার যা যেখানে ছিল সব বার ক'রে নিয়ে গেল। নইলে ব'ন্! আজ্ আমার ভাবনা কিসের বল? আপনি আনাই আপনি খাই, কে তাতে কি বল্তে পারে? আমার কি আর কিছু রেখেছে ; আমার হাতে খোলা—না ভাই! থাক্ আর ওসব কথায় কায নেই। কে কোন্ দিক দে শুনে ব'লে দেবে তা হলে কি আর রক্ষে থাক্বে? তোমায় তখন আড়ালে এক দিন বল্বো (দেখিয়া) এই যে আমাদের সরস্বতী আর হেমলতা আস্চে—

(সরস্বতী ও হেমলতার প্রবেশ)

বিনো। সরস্বতি! এত ব্যস্ত কেন? কোথায় গিছ্লে?

সর। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ এদিক দে আমার গোলাপকে যেতে দেখেছ? আমরা ভাই! এত খুঁজে বেড়াচ্চি কোনো মতেই তাকে দেখ্তে পাচ্চি নে।

বিনো। কৈ আমরা তো অনেক ক্ষণ অবুদি দাঁড়িয়ে রইছি, এর মধ্যে তাকে দেখ্তে পাই নি। কেন গোলাপের এত খোঁজ কেন?

সর। পালানো হুট্‌কো মেয়েকে চ'কের আড় ক'র্ত্তে ভয় হয়।

কাদ। গোলাপ কি ইরির মধ্যে পালানো হুট্‌কো হলো নাকি?

হেম। না ভাই, গোলাপকে বড় দরকার আছে। তোমরা যদি ভাই রায়েদের বাড়ী গিয়ে দেখে এসো; আমরা ততক্ষণ এখানে বসে থাকি। আমরা অনেক ঘুরে বেড়িয়িচি আর পারিনে—

[বিনোদিনী ও কাদম্বিনীর প্রস্থান।

হেম। কাতুর চেহারা খানা দেখেছ—কেমন বিশ্রী হয়ে গেছে? যেন সে কাদু আর নেই।

সর। আর বিশ্রী! বিশ্রী আবার হবেনা—যে সুশ্রী ক'র্ব্বার সেই ওরে বিশ্রী ক'রে গেছে! ওতো হবেই—দেখ্‌না কেন আতর! তোর সঙ্গে তোর টাকু বাবুর আজ দুদিন ঝগড়া হয়েছে; তাতে তোর মুখ থানা শুখ্‌নো শুখ্‌নো দেখাচ্চে না?

হেম। তোমার ভাই সকল তাতেই রঙ্গ। ঝগড়া আবার কিসের হবে?

সর। মাগ্‌ ভাতারে ঝগ্‌ড়া—আর কিসের? এক কথায় ভাব—আর এক কথায় ঝগড়া!

হেম। যাহোক ভাই আতর! তুমি বেশ! তুমি খালি আমাদের দুজনের সঙ্গে ঝগড়াই দেখ।

সর। না ভাই! ঠিক ক'রে বল কা'ল্ বকাবকিটা হলো কেন? আমাকে বল্না ভাই, আমিতো আর কারুর সঙ্গে বল্তে যাচ্চিনে; খবরের কাগচে ছাপাতেও যাচ্চিনে।

হেম। তবে নিতান্ত না ছাড়িস্—শোন্। আমরাতো ভাই ভাতার ভাতার ক'রে পাগল হই; কিসে ভাতারকে বশ ক'র্ব্বো; কিসে তাঁর মন ভোলাব; কিসে তিনি ভাল থাক্বেন এই খুঁজে খুঁজে খুন হই। ওঁরা কিনা আমাদের সঙ্গে বেইমানি ক'র্ত্তে যান। মাইরি ব'ন্! ভাতারের মুখে বড় কথা শুন্লে আর বাঁচ্তে ইচ্ছে করে না। কেমন সত্যি কি না?

সর। আতর! আর জ্বালাস্নে ভাই। তোর ভাতার আবার এর মধ্যে তোকে কি বড় কথা বল্লে? তুমি এমন কি কায করেছিলে?

হেম। কি কায ক'র্ব্বো ব'ন্! এমন কিছু নয়—কেবল পড়্বার জন্যে বাড়ী থেকে এক খানা দাসু-রায়ের পাঁচালি আনিয়েছিলেম। এও কি কেউ আনায় না? না কেউ পড়ে না? সেই পাঁচালির কথা নিয়ে কি না বল্লেন।

সর। বল্‌বে না—বেশ ক'র্ব্বে। ভদ্র নোকের ঘরের মেয়ে হয়ে পাঁচালি পড়্‌বে, টিপ কেটে ইয়ারকি দিতে যাবে, এতে যদি দুটো কথা না বল্‌বে, দমন ক'র্ত্তে না যাবে তবে ওরা পুরুষ হয়েছে কেন?

হেম। ওলো! তুই বল্‌বিনে কেন বল? তুই তাকে যে কি চ'কে দেখিচিস্‌—

সর। চ'কে আর দেখাদেখি কি বল! সত্যি কথা বল্‌বো তাতে বাবা রাগ ক'ল্লেও ভয় করিনে।

হেম। তুমি কেমন মেয়ে—প্রিয়নাথের প্রিয় ধন!

(বিনোদিনী ও কাদম্বিনীর পুনঃ প্রবেশ)

বিনো। না ভাই! তোমার গোলাপকে তো দেখ্‌তে পেলেম না। ওরা বল্লে গোলাপ এখানে আসেনি।

হেম। এখন কি করি! গোলাপ কোথায় গেল কিছুই যে ঠিক ক'র্ত্তে পাল্লেম না। চল আতর এখন বাড়ী যাই।

[হেমলতা ও সরস্বতীর প্রস্থান।

কাদ। চুপ কর ব'ন্‌! যেন কি শব্দ শুনা যাচ্চে। শুনি—

(নেপথ্যে। আহা! আজ্‌ যদি আমাদের মেজ মা ঠাক্‌রুণ বেঁচে থাকতেন তবে কি সুখেরি হতো! মেজ মা ঠাকুরুণ বলেছিলেন যে, শরতের বের সময় তোকে সোনার বালা দেব—দেখ্‌ ভাই,

কর্ত্তা মশাই সকল উজ্জুগ ক'র্চ্চেন বটে, কিন্তু মনের ভেতর যেন আমোদ নেই। থেকে থেকে এক এক বার নিশ্বেস ফেল্‌চেন।)

হেম। কার কথা হচ্ছে ভাই?

সর। চুপ্ কর্‌না—ঐ শোন্ আবার কি বল্‌ছে।

(পুনর্নেপথ্যে। বল কি ভাই! দুঃখু হবে তার আর কথা আছে? এমন সংসার কি ছিল কি হয়ে গেছে! তবু আজ্ হারা মেয়েটীকে পেয়ে অনেক খুসী হয়েছেন।)

সর। এই যে আমাদের শরতের কথাই হচ্চে। আতর, যা শুনেছিলুম তাতো ভাই তবে ঠিক হলো। এস এঁদের জিজ্ঞাসা করি ওঁরা কি বল্‌ছেন।

হেম। ওঁরা ভাই কে? ওঁদের সঙ্গে কথা কবো, কেউ যদি টের পায়?

সর। তুই নে—কথা কইলে আর গা ক্ষ'য়ে যাবে না। তোর ভাতার ঘরে নেবে লো ঘরে নেবে। যদিই না নেয়, তুই না হয় আমার ভাতারকে নিয়ে থাকিস্। কেমন?

হেম। তোর আর তামাসায় কাজ নেই। এখন যা জিজ্ঞেসা ক'র্ব্বার হয় তো কর।

সর। (অগ্রসর হইয়া) হ্যাঁ গা? তোমরা কার কথা বলাবলি ক’চ্চো গা?

(দুইজন গ্রাম্যের প্রবেশ)

প্র। তুমিতো ভাল মেয়ে দেখ্‌তে পাই। আমরা কি বলাবলি কচ্ছিলেম তা তোমাদের সঙ্গে বল্লে কি হবে?

সর। এতে আর বাছা, দোষ কি? তোমরা নাকি কর্ত্তা মহাশয়ের কথা বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছিলে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।

দ্বি। হাঁ বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছিলেম তাতে কি হয়েছে?

সর। অত রাগ কর কেন গা? বল্‌তে হয় বল না বল্‌তে হয় নাই বল্‌বে। তাতে আর রাগ কর্ব্বার দরকার কি?

দ্বি। আ মলো! দেখ ছুঁড়ীটের যেন চ’ক্‌ দে মুখ দে কথা বেরুচ্চে।

প্র। না গো বাছা! আমরা বল্‌ছিলেম কি— কর্ত্তা মশাই আজ্‌ তাঁর সেই হারা মেয়েটীকে ফিরে পেয়েছেন। মেয়েটীর বে উপস্থিত, তাই আমরা দুজনে বল্‌ছিলেম।

সর। (সাগ্রহে) কবে পেয়েছেন গা? কি ক'রে পেলেন বলনা?

দ্বি। ওগো আমরা তোমার কাছে চোদ্দ পুরুষের খবর বল্‌তে আসিনি। আয় ভাই আমরা আমাদের কাযে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সর। মিন্সেদের গুমোর দেখেছ? এত ক'রে কাকুতি মিনুতি ক'রে জিজ্ঞাসা কল্লুম তা কোনো উত্তরই দিলে না। কালো মিন্সের কি অঙ্কার দেখিচিস্? তবু যদি একটু রূপ থাক্‌তো—না জানি কতই হতো!

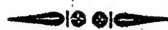
হেম। যাহোক, কতক সন্ধান তো পাওয়া গেল সেই ভাল; শরৎ যে বেঁচে বাড়ী ফিরে এয়েচে তাই সুমঙ্গল। এখন চল ওদের বাড়ী গিয়ে ভাল ক'রে জেনে আসি।

কাদ। ওরা শরতের বের কথাও না বল্লে?

সর। বল্লেতো—কিন্তু আমার তো ভাই, বিশ্বেস হচ্চে না। শরৎ পণ করেছিলেন যে, বিল্যাসকে নইলে আর কাকেও বে ক'র্ব্বেন না। তবে এখন কি মত হয়েছে বল্‌তে পারিনে। যাই হোক, চল গিয়ে সকল শোনা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



বিনয় বাবুর বৈটকখানা।

পারিষদগণ পরিবেষ্টিত বিনয় বাবু আসীন।

বিন। হে সভাসদগণ! আমি অতি নরাধম, আমি অতি মূঢ়, আমি অতি পাপাত্মা। আমি পতিপ্রাণা কামিনীকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিতে উদ্যত হয়েছিলেম; সেই অভিমানে আমার প্রাণেশ্বরী প্রাণ পরিত্যাগ করেছিলেন—আমিই তাঁর প্রাণ নাশের কারণ। আমি এখন সেই নিজকৃত পাপের প্রতিফল ভোগ ক'র্চ্ছি। আমি শরৎকে হারিয়ে ছিলেম, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় সে শরৎকে ফিরে পেয়েছি, শরতের মুখাবলোকন ক'রে আমার প্রিয়া কামিনীর শোক আবার নুতন হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। আমি বিলাসের সঙ্গে শরতের বিয়ে দিয়ে বনগামী হবো—আর আমার সংসারে দরকার নাই।

প্র, পারি। মহারাজ! দেশ মধ্যে সকলেই বলে, যে পতিব্রতা কামিনী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন। এমন ঘটনা তো সচরাচর দেশে অনেক ঘটে থাকে, সে জন্যে মহাশয় অত কাতর হবেন না।

দ্বি, পারি। তা বই কি মহাশয়! যা হবার তাতো হয়ে গেছে এখন আর সে জন্যে অত খেদ প্রকাশ ক'ল্লে কি হবে? শাস্ত্রকারেরা বলেন "গতস্য শোচনা নাস্তি।" অতএব সে কথা আপনি ভুলে যান। এখন শরৎই আপনার আশা ভরসা; যাতে তার সঙ্গে বিলাসের বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হয় তার চেষ্টা দেখুন। বিলাস ছেলেটী অতি সৎ। বিলাসকে পুত্রের মতন লালন পালন করুন; তা হতেই আপনি সুখী হবেন। মেজরাণীও মনে করেছিলেন যে, বিলাসের সঙ্গে শরতের বিবাহ দেবেন; এই রকম হলে তাঁরও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে।

বিন। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) জগদীশ্বর! তোমার মহিমা অনন্ত! দেখ সভাসদগণ! আমি মেজরাণীকে যার পর নাই অপমান করেছিলাম; শরৎকেও যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়েছি। আমি আমার ব্যভিচারিণী দুষ্টা ছোট স্ত্রীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম; সুধাভাণ্ড ত্যাগ

ক'রে বিষকুম্ভ হস্তে করেছিলাম; মেজরাণীকে যা না বল্‌বার তাও বলেছিলেম। হায়! সে সব কথা মনে হলে এখন হৃদয় বিদীর্ণ হয়; ঘৃণায় গলায় দড়ীদে মর্ত্তে ইচ্ছে হয়। হায়! আমি পাষণ্ড মোহবশে আমার প্রাণের শরতের মুখ পানেও চেয়ে দেখি নি। সেই পাপে আমার এত দিন নানা বিপদ্‌ ঘটেছে; আমি এক দিনের জন্যও সুস্থির হতে পারি নি। এখন আমার মরণই ভাল। আমি স্থির করেছি যে, শরৎ বিলাসের বিয়ে দিয়ে বনবাসী হব। (চিন্তা) হায়, আমি আর কার দোষ দিব—সবই কপালে করে। অথবা কপালেরই বা দোষ কি? আমি আপন দোষেই পতি-প্রাণা প্রেয়সীকে হারিয়েছি, আপন হস্তে আপনার সুখ বৃক্ষ আপনিই ছেদন করিছি। আমি কি আর আমার মনকে তুষ্ট ক'র্ত্তে পার্ব্বো? হায়! কামিনী আমার স্বর্গে গেছেন—আমি নরকে যাব। না হলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে? কামিনি! প্রাণেশ্বরি! তুমি কি তোমার এ পামর পতিকে ক্ষমা ক'র্ব্বে?

প্র, পারি। মহারাজ! আর খেদ ক'র্ব্বেন না। আপনা হতেই এ দেশের মান—এ দেশের গৌরব। আপনার বিরহে কি আমরা প্রাণধারণ ক'র্ত্তে

পার্ব্বো? আমাদের পরিত্যাগ ক'রে কি আপনার বন গমন করা উচিত? আপনি গেলে দেশ ছার খার হয়ে যাবে।

বিন। সভাসদ্‌গণ! তোমরা এ সতী হত্যাকারী নরাধমকে সংসারে থাকৃতে আর অনুরোধ ক'রো না। উঃ! আমি কি নরাধম! আমি স্বহস্তে পতিপ্রাণা অবলাকে কাট্‌তে উদ্যত হয়েছিলেম? আমি কখনো থাকৃবো না—আমার পতিব্রতা কামিনী যে পথে গিয়েছেন আমিও সেই পথে যাব।

(ভগী দাসীর প্রবেশ।)

ভগী। মহারাজ! এ দুঃখিনীকে ডাকৃতে পাঠিয়েছিলেন, দাসী হুকুম পাবা মাত্র ছুটে এয়েছে; এখন কি ক'র্ত্তে হবে অনুমতি করুন।

বিন। ভগি! তুই আমার কাছে আর আসিস্‌ নে। তোরে দেখে কামিনীর কথা মনে প'ড়ে আমার হৃদয় আরো ব্যাকুলিত হয়ে উঠ্‌লো। ভগি! তুই আমার প্রাণেশ্বরীর দাসী, তুই তাঁর অনেক সেবা করেছিলি; অনেক সময়ে অনেক যন্ত্রণা হতে মুক্ত করেছিলি। তোর ধার আমি মরে গেলেও শোধ দিতে পার্ব্বো না। আমি ঠিক করেছি, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হবো; আমার আর

এ সংসারে দরকার নেই। আমি আমার প্রাণের শরৎকে হারিয়েছিলেম, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এতদিনের পর তাকে ফিরে পেয়েছি। বিলাস অতি সৎ পাত্র; বিলাসকে শরতের সঙ্গে বে দিয়ে সংসার ধর্ম্ম তাদের হাতে সমর্পণ ক'রে আমার প্রাণ প্রিয়া কামিনী যে পথে গিয়েছে সেই পথে চলে যাব। তুই আমার চিরকালের বিশ্বাসী দাসী; তোর হাতে আমি আমার শরৎকে সমর্পণ ক'রে দিলেম। আমার মনে খুব বিশ্বাস হচ্চে আমার কামিনী শরৎকে যেমন স্নেহ, যেমন যত্ন ক'র্ত্তো তুইও তাদের সেই রকম ক'র্ব্বি।

ভগী। (সরোদনে) কর্ত্তাবাবু! দিদি বাবু কি এসেছেন? কৈ আমার দিদি বাবু কৈ? আমি যে দিদি বাবুকে দেখ্‌তে পাব এমন আশা কখনো করি নি। আহা! আজ্ যদি আমার মা ঠাকুরুণ বেঁচে থাকুতেন তবে কি সুখেরি হতো! মা ঠাকুরুণের বড়ই সাধ ছিল যে বিলাসের সঙ্গে আমার দিদি বাবুর বে হয়। মা ঠাকরুণ — (রোদন)

প্র, পারি। ভগি! স্থির হ—চুপ কর। শুভ কর্ম্মে চ'কের জল ফেল্‌তে নেই; তাতে অমঙ্গল হবে।

ভগী। ওগো চুপ ক'র্ত্তে কি ইচ্ছে নেই—তা

পারি কৈ ? হায় ! মাঠাকুরুণ আমার জলে ডুবে মর্ত্তে যান তবু বল্‌ত্তে নাগলেন " দেখিস্‌ ভগি ! আমার শরৎকে দেখিস্‌। আর কর্ত্তার ব্যাম্‌ হলে কখনো কাছ ছাড়া হ'স্‌ নে।"

বিন। হা পতিব্রতে ! হা সরল-হৃদয়ে ! আমিই তোমার মরণের হেতু হলেম—(মূর্চ্ছা)

দ্বি, পারি। ভগি ! দেখ্‌চিস কি ? জল আন্‌। একি ? একবারে অচৈতন্য হয়ে পড়্‌লেন যে ? ওগো কে আছ গো, শীঘ্র একখানা পাখা এনে বাতাস কর তো বাতাস কর।

[ভগীর প্রস্থান।

প্র, পারি। মহারাজ ! উঠুন। আপনার এ প্রকার অবস্থা দেখ্‌লে আপনার শরৎ পর্য্যন্ত ব্যাকুল হবেন। আপনি সুবিবেচক হয়েও নির্ব্বোধের মত কায ক'র্চ্ছেন কেন ?

(ভগী ও শরতের প্রবেশ)

শরৎ। একি ? একি হলো ? পিতা আমার এমন ক'রে পড়ে কেন ? (ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া) বাবা! ও বাবা! বাবা ওঠো। বাবা আমার যে আর কেউ নেই বাবা ? আমি মাকে হারালুম; হারিয়ে তোমাকেই

একমাত্র আশ্রয় বলে জানি ; সেই তুমিও আমাকে পরিত্যাগ ক'রে চল্লে ? বাবা আমাকে কি একবারে অনাথিনী কল্লে ? (মুখে জল প্রদান) ওগো ! বাবা যে এখনো উঠ্‌লেন না গা ? হ্যাঁগা কি হবে গা ? তোমরা কেউ এক জন কেন ডাক্তার আন্‌তে যাওনা ?

ভগী। চুপ কর গো, চুপ কর। বাবুর বুঝি চেতনা হয়েছে।

বিন। উঃ জগদীশ্বর ! এ হতভাগার কি মরণ আছে ? (চক্ষুরুন্মোচন)

ভগী। কর্ত্তা মশাই ! আপনি অত অস্থির হ-চ্চেন কেন ? আমি অনেক খরচ ক'রে আপনার মন তুষ্টির জন্যে মাঠাকুরুণের একখান প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়ে রেখিছি। যদি দাসীর কথা রাখেন, অনুগ্রহ ক'রে একবার আমার বাড়ীতে আসুন—প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবেন।

বিন। ভগি ! আমার সঙ্গে কি ঠাট্টা কচ্চিস্ নাকি ? আমি কি সত্যি সত্যিই আমার প্রেয়সীর প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌তে পাব ?

শরৎ। বাবা ! আমি যাব—বাবা আমিও তো-মার সঙ্গে যাব। আমি বড় আশা ক'রে এসেছি-লেম যে, মাকে জীবিত দেখ্‌বো ; কিন্তু হায় ! আমায়

দেখা দিতে হবে. বলে মা আমার আগে থাকতেই প্রাণ পরিত্যাগ করেছেন।

বিন। না মা, তোমার এখন গিয়ে কায নেই। তুমি এখন বড় কাহিল—এর পর যেও।

সভাসদগণ। মহারাজ! আর কাল বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চলুন আমরা সকলেই গিয়ে দেখে আসি গে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ভগীদাসীর কুটীর।

(কামিনী উপবিষ্টা)

কামি। হা জগদীশ্বর! অভাগিনীর প্রাণ আজও বার হলোনা? এ দুঃখিনীকে কি জন্মের মত এত যাতনা সহ্য ক'র্ত্তে হলো! প্রাণেশ্বর! তুমি আমার পরমারাধ্য ধন—আমি তোমার পদ সেবা

ক'র্ত্তে পেলেম না? তোমার পবিত্র প্রেম সুখে আমি বঞ্চিত হয়ে রইলেম? আমার জীবনে আর কাজ কি! তুমি যে সতিনকে এত ভাল বাস্‌তে, কত ভাল ভাল জিনিষপত্র এনে দিতে—তাতে আমি এক দিনের জন্যেও খেদ করিনি; এক দিনও আমার মনে সে জন্য হিংসা উদয় হয় নি। তুমি আমায় যে ধন দিয়েছিলে, তোমা হতে আমি যে রত্ন পেয়েছিলেম, আমি সে জন্য তোমার কাছে জন্মের মত ঋণী হয়ে থাকবো। কিন্তু এই আমার বড় খেদ যে, সেই প্রাণের ধন শরৎ আমার ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো। সে শরৎকে আমি সুখী ক'র্ত্তে পাল্লেম না এই আমার বড় আপ্‌শোষ রইলো। (চিন্তা) এত দিন পরে আজ্‌ প্রাণনাথ ভগীকে ডেকে নিয়ে গেলেন—এর কারণ কি? ভগী এখনো ফিরে এলো না। আমি ভগীর আশ্রয়ে আছি তা কি নাথ জান্তে পেরেছেন? না তাই বা কেমন ক'রে জান্‌বেন? তবে কি আমার শরতের কোনো সংবাদ এয়েছে? আজ্‌ দুদিন ধরে বাঁ চ'কটা এতো নাচ্‌চে কেন? দাসীর কপালে যে সুখ ভোগ আছে তাতো স্বপ্নেও বোধ হয় না। যা হোক, ভগী আসুক, এলেই জান্তে পার্ব্বো।

(ভগীর প্রবেশ)

ভগী। (শশব্যস্তে) মা ঠাকুরুণ, দিদি বাবু এসেছেন। দিদি বাবু আমায় দেখে কত কাঁদ্‌তে নাগলেন। সে কান্না কি আমি থামাতে পারি!

কামি। ভগি! তুই আর জন্মে আমার মা ছিলি; তোর ধার আমি শোধ দিতে পার্ব্বো না। তুই আমাকে যে খবর শোনালি তার জন্যে আমি তোর কাছে চিরকাল কেনা হয়ে রইলুম। ভগি! আমার শরৎকে কি আমি দেখ্‌তে পাব না?

ভগী। মা ঠাকুরুণ, ভগী কি তোমার জন্যে নিশ্চিন্তি আছে গা? যে সব পরামোশ হয়েছিল সে সব ঠিক ক'রে এইছি। কর্ত্তামশাই সব সুদ্ধুই এখুনি এখানে আস্‌বেন; তুমি ভাল হয়ে বসো। চাদর খানা তোমার গায়ে ঢেকে দিয়ে রাখি। (নেপথ্যে শব্দ শুনিয়া) এই বুঝি আস্‌চেন গো। নাও শীগ্‌গির নাও—(চাদর দিয়া আচ্ছাদিত করণ) সব্‌তো হলো—এখন বিধাতা মুখ রাখ্‌লেই বাঁচি!

(বিনয় ও সভাসদ্‌গণের প্রবেশ)

ভগী। কর্ত্তা মশাই! দাসীর ঘরে যে আপনি আস্‌বেন এ স্বপ্নেও কখনো মনে করিনি। দাসীর ঘর আজ্ পবিত্র হলো—দাসী আজ চরিতার্থ হলো।

দাসী অনেক কষ্ট ক'রে এই প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়েছে —আপনি দেখ্‌লে সার্থক হয়। (আচ্ছাদন মোচন)

সকলে। কি চমৎকার! কি চমৎকার! এ যে অতি আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি! বা বা বা! ঠিক অবিকলই হয়েছে যে!

বিন। হা প্রিয়ে কামিনি, হা পতিব্রতা সতি, হা সতীত্বময়ি, হা জীবিতেশ্বরি, আমি তোমাকে বৃথা নষ্ট করেছি, আমিই তোমার বিনাশের কারণ। নইলে আজ তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি না দেখে প্রতিমুর্ত্তি দেখ্‌তে হবে কেন? (রোদন)

ভগী। কর্ত্তামশাই! অনুমতি হয়তো প্রতিমূর্ত্তি আচ্ছাদন করি; আর রাখ্‌তে পারিনে। এ প্রতি-মুর্ত্তির এমনি কল যে একটুখানি বাতাসে খুলে রাখ্‌লে নড়্‌তে পারে।

বিন। ভগি! আমি এ প্রতিমুর্ত্তিকে আচ্ছা-দিত ক'র্ত্তে দেব না। আমি যতকাল বেঁচে থাক্‌বো তত কাল আমার হৃদয়স্থ প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গে আমার প্রাণপ্রিয়ার এই প্রতিমুর্ত্তি দেখ্‌বো। এখন আমি একবার একে আলিঙ্গন করি—তুমি আমাকে নিবারণ ক'রো না। (প্রতিমূর্ত্তির চরণ ধারণ পুর্ব্বক) আঃ আজ জন্ম সার্থক হলো! সতী-লক্ষ্মীর শরীর

স্পর্শ ক'রে আজ্‌ আমি আমার পাপ দেহকে উদ্ধার ক'ল্লেম। কি চমৎকার! জীবিতাবস্থায় প্রিয়ার মুখ-কমল যেমন নির্ম্মল ছিল, শরীর যেমন কোমল ছিল এখনও কি তার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নি! হায়, প্রিয়ার এ অবস্থা দেখ্‌লে কি কেউ ঠিক ক'র্ত্তে পারে যে প্রিয়া আমার বেঁচে নেই? কে ঠিক ক'র্ত্তে পারে যে প্রিয়ার এ মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি? জীবিতাবস্থায় প্রিয়া যেরূপ চক্ষু মুদ্রিত ক'রে থাকৃতেন কি আশ্চর্য্য! এখ-নও অবিকল সেই অবস্থায় বসে আছেন! হায়! আমি অতি হতভাগ্য—আমি অতি নরাধম, যে এমন পবিত্র সতী লক্ষ্মীর আলিঙ্গন সুখে একবারে বঞ্চিত হলেম; এমন সুকোমল মুখকমলের সুধা পানেও বিমুখ হলেম। অয়ি সরলে! পবিত্র-হৃদয়ে! একবার প্রেম দৃষ্টিতে এ মূঢ়ের প্রতি চেয়ে দেখ—এ পাপাত্মাকে এক-বার তোমার বিধুমুখের সুধামাখা বচন শুনিয়ে চরি-তার্থ কর। একবার তোমার কোমল বাহু-যুগল দ্বারা এ পাপদেহকে আলিঙ্গন ক'রে আমার তাপিত দেহকে ক্ষণকালের জন্যও শীতল কর! ভগি! আমিতো চিরদিনের মত সকল সুখে বঞ্চিত হয়েছি, আমিতো আমার পাপ মোচন কর্ব্বার জন্য জীবন বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত ক'র্ত্তে উদ্যত হয়েছি, তবে জন্মের মত প্রেয়-

সীর অধর সুধায় বঞ্চিত হই কেন ? তুই অনুমতি কর্, আমি একবার প্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন ক'রে, নির্ম্মল প্রেমপূর্ণ মুখ চুম্বন ক'রে আমার দগ্ধ বিরহানল ক্ষণকালের জন্যেও স্নিগ্ধ করি। (মুখচুম্বন পূর্ব্বক) আ! দগ্ধ হৃদয় পরিতৃপ্ত হলো ; সর্ব্বশরীর শীতল হলো। কি আশ্চর্য্য! সতীত্বময়ীর প্রতিমূর্ত্তির বদন-কমল যেন জীবিতাবস্থার বদনকমলের ন্যায় আজও এমন মনোহর রয়েছে! ভগি! তোর পায়ে ধরি, ঠিক ক'রে বল্ প্রিয়া কি আমার বেঁচে আছেন ? আমার তো ঠিক বিশ্বাস হচ্চে যে এ কখনই প্রতিমূর্ত্তি নয়। বোধ হয়, আমার মানময়ী জীবিতেশ্বরী যেন আমাকে ভুলতে না পেরে পুনরায় এ পৃথিবীতে বিরাজমান হয়েছেন। হায়! এমন দিন কি হবে ? আর কি প্রিয়া আমার সত্য সত্য ফিরে আস্বে! ভগি! বিলম্ব করিস্নে, শীঘ্র বল্—আর আমি জীবন রাখ্তে পারিনে। কৈ কিছুই যে ব'ল্চিস্ নে ? ওহে সভাসদ্-গণ! আমি তো আহ্লাদে অন্ধ হয়েছি ; তোমরা দেখদেখি ঠিক বোধ হচ্চে প্রিয়া যেন আমার কাত-রতা দেখ্তে না পেরে আমাকে আলিঙ্গন কর্ব্বার জন্যে আপনিই হস্ত উত্তোলন কচ্চেন। তাইতো— সত্যই তাই বটে! (উল্লাসে) তবে প্রিয়া আমার

জীবিত! জীবিত! জীবিত! কে বলে এ প্রতিমূর্ত্তি —প্রতিমূর্ত্তির কি চেতন শক্তি থাকে? কখনই নয়— কখনই নয়!

সকলে। তাই তো! কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই যে মেজরাণী বেঁচে আছেন! কে বলে তিনি গলায় দড়ী দে মরেছেন! কে বলে এ প্রতিমূর্ত্তি! মহারাজ মহারাণীর জয় হোক! জয় হোক!

বিন। (কামিনীর পদদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক) প্রেয়সি! ক্ষমা কর—প্রেয়সী ক্ষমা কর; প্রিয়ে, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমি অনেক দোষ করেছি, আমি তোমাকে বৃথা অনেক কষ্ট দিয়েছি; আমি তোমার বিরহে প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন ক'র্ত্তে উদ্যত হয়েছি। প্রেয়সী আমায় রক্ষা কর—প্রেয়সী আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর।

কামি। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রাণনাথ উঠ! প্রাণনাথ উঠ! তোমার কি এরূপ মাটীতে প'ড়ে থাকা সাজে—না ভাল দেখায়? দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় আমি আজ আবার তোমায় দেখ্‌তে পেলেম। আমি তোমার শ্রীচরণে স্থান পেলেম এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

বিন। কামিনি! আমি তোমার প্রতি অনেক

নৃশংস ব্যবহার করেছি ; নরাধম পাপাত্মা তোমাকে অনেক সময়ে অনেক কষ্ট দিয়েছে।৺ প্রিয়ে ! সে সকল ভুলে যাও—সে সকল মার্জ্জনা কর।

কামি। নাথ ! সে সকল কথা আমার কিছুই মনে নাই ; তোমায় পেয়ে আমি সে সকলি ভুলে গিয়েছি। তুমি আমার প্রতি যে সকল ব্যবহার করেছিলে আমি এক দিনের তরেও সে সকলকে মনে ঠাঁই দিই নি। আমি দিন রাত্ জগদীশ্বরের কাছে কেবল এই প্রার্থনা করেছি—কিসে তোমার শ্রীচরণে স্থান পাব ; কবে তোমার মুখকমল দেখে আমার নয়নদ্বয় পরিতৃপ্ত হবে ; কবে তোমার সুধা-মাখা কথা শুনে কান জুড়াবে ; কবে তোমার শ্রীচরণ সেবা ক'রে আমি জীবন সার্থক ক'র্ব্বো। প্রাণেশ্বর ! উঠ ; অত কাতর হয়ো না। আমার জন্যে তুমি অনেক ক্লেশ পাচ্চ—এ হতভাগিনী তোমাকে যার পর নাই কষ্ট দিলে। আমি দাসী—আপনার চরণে চির-ক্রীতা, আমার্ জন্যে এত কেন ? হৃদয়নাথ ! আবার বলি—উঠ। তোমার ক্লেশ দেখে আমিও ক্লেশ পাচ্চি। তোমার চ'কের জল দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আমাকে ক্ষমা কর ; আমাকে রক্ষা কর। আমার অনুরোধ শোন—আর রোদন ক'রো না।

কেবল এখন চিরদাসীকে আপনার সেবায় নিযুক্ত ক'রে তার জীবনকে চরিতার্থ কর—এই তার প্রার্থনা।

বিন। পতিব্রতে! তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, তোমার আত্মা অতি পবিত্র, তোমার মন অতি সরল। তুমি সাবিত্রী বা সীতার চেয়ে কোনো রকমে কম সতী নও—বরং আমার চ'কে সকলের চেয়ে বড়। তোমা হ'তে যে আমি সুখী হবো তাতে কি আর সন্দেহ আছে? তুমি এত পতিপ্রাণা, যে আমি তোমাকে অত যন্ত্রণা—অত কষ্ট দিয়েছি তুমি সে সকল এক নিমিষে বিস্মৃত হয়ে গেছ! হায়! আমাকে ধিক্, আমার বুদ্ধিকে শত ধিক্, যে আমি তোমা হেন সরল-হৃদয়াকে অসুখী করেছিলেম। কি আশ্চর্য্য! আমি এক অলক্ষ্মী ব্যভিচারিণীর মোহমায়ায় মুগ্ধ হয়ে এমন পতিব্রতা স্ত্রীকে অবহেলা করেছিলেম! সুধু অবহেলা নয়—তাকে কাট্‌তে উদ্যত হয়েছিলেম! প্রাণেশ্বরি! আমি আর এ পাপ দেহ রাখ্‌বো না। আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি তা অবশ্যই প্রতিপালন ক'র্ব্বো; আমি শরৎকে সকল বিষয় আশয় সমর্পণ ক'রে তীর্থ পর্য্যটনে যাব। আমি অতি নরাধম, আমি অতি পাষণ্ড; আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'ল্লেও পাপ আছে। আমার মুখাবলোকন ক'ল্লেও প্রায়শ্চিত্ত ক'র্ত্তে হয়।

কামি। নাথ! উঠ, আর মাটীতে পড়ে থাক্‌লে কি হবে—গা তোলো; উঠে মুখ তুলে চাও। আমি জোড়হাতে বল্‌চি আর বিলাপ ক'রো না; একবার দাসীর প্রতি চেয়ে দেখ, যে তার পাঁচ বছরের যাতনা সকলি দূর হ'ক্।

বিন,। (উঠিয়া) প্রিয়ে! আমার অপরাধ কি সকলি মার্জ্জনা ক'ল্লে? আমি কি আর তোমার ন্যায় সতীর পতি হবার যোগ্য? তুমি কি আগের সব কথা ভুলে গেছ?

কামি। নাথ! আমার আগেকার কথা কিছু মাত্র মনে নেই—সকলি ভুলে গিয়েছি। আমি তোমার প্রেমপূর্ণ মুখ দেখেও কি সে সব কথা এখনো মনে রাখ্‌তে পারি? আহা! আমার আজ্ আনন্দের সীমা নাই—আমার প্রাণনাথকে আজ আমি পেলেম!

(শরতের প্রবেশ)

শরৎ। এই যে আমার মা! মা আমি তোমার শরৎ এইছি। মা আমি অনেক দিনের পর আজ্ তোমায় দেখ্‌তে পেলেম (আলিঙ্গন) বাবা তুমি আর কেঁদোনা। তোমার কান্না দেখে মাও বড় ব্যকুল হয়েছেন। ঐ দেখ মার চ'কু দিয়ে জল প'ড়ে বুক ভেসে যাচ্চে—গায়ের কাপড় সব ভিজে গেছে। মার

আমার শরীর যে দুর্ব্বল দেখ্‌তে পাচ্চি, এক উপর অত কাঁদ্‌লে আর আমি মাকে পাব না। বাবা! আজ্ আমাদের কি শুভ দিন! আজ্ আমি কত দিনের পর আমার মাকে পেলেম! বাবা চল—মা চল, আমরা বাড়ী যাই; বাড়ী গিয়ে সকলে একত্রে আমোদ আহ্লাদ করি গে।

কামি। শরৎ! মা এস, আর একবার তোমায় আলিঙ্গন করি—একবার তোমার গালে প্রাণভরে চুমো খাই। আ মরি মরি! বনে বনে বেড়িয়ে বেড়িয়ে মার আমার তপ্ত কাঞ্চনের মতন শরীর কি কালী হয়ে গেছে!

বিন। (শরৎকে ক্রোড়ে করিয়া) শরৎ! মা আমার! আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমি অতি পাষণ্ড—অতি নিষ্ঠুর, যে তোমার মুখ পানে একবারও চেয়ে দেখি নি। হায়! আমরা কত কষ্ট পেয়ে, কত দেবারাধনা ক'রে তোমাকে পেয়েছিলেম; তুমি আমাদের কত যত্নের ধন, তুমি আমাদের জীবনের আধার স্বরূপ। হায়! বল্‌তে বুক ফেটে যায়; সেই আরাধনার ধন—তোমাকে আমি বৃথা কত ক্লেশ দিয়েছি! উঃ! এক মায়াবিনী দুষ্টার বশবর্ত্তী হয়ে তোমাকে আমি বনবাসে পাঠিয়েছিলেম! আহা! মা, তুমি বনে কত কষ্ট পেয়েছিলে, কত দিন অনাহারে

কাল যাপন করেছিলে, আমি সে সব একবারও না ভেবে অট্টালিকায় বসে সুখে কাল কাটিয়েছিলেম! (মুখ চুম্বন করিয়া) মা শরৎ, আমি তোমার সেই পাষণ্ড পিতা! (ক্রন্দন)

শরৎ। (চক্ষু মুছাইয়া) বাবা! আর কেঁদোনা! বাবা আর কেঁদোনা। আমি যত কষ্ট পেয়েছি, যত ক্লেশ সহ্য করেছি, আজ্ তোমাদের দুজনকে দেখে সে সকলি ভুলে গেলেম। আজ্ আমার হৃদয় আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হলো।

(বিলাসের প্রবেশ)

বিলা। মা! তোমায় প্রণাম করি। মা, আমা হতে তুমি অনেক কষ্ট ভোগ করেছ। মা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

বিন। বিলাস! বাবা! তোমাকে আমি যার পর নাই অপমান করেছি। যে নাম মুখ দে বার ক'ল্লেও পাপ হয়—সে দুর্নামও তোমায় দিয়েছি—তা বাবা! আমায় ক্ষমা কর। শরৎ আমার যেমন মেয়ে, তুমি তার তেমনি উপযুক্ত পাত্র। তোমার গুণ আমি ম'রে গেলেও বিস্মৃত হবোনা; আমি শরতের মুখে তোমার সকল গুণের কথাই শুনেছি। তুমিই আমার শরৎকে নানা বিপদ হতে রক্ষা করেছ — তোমা হতেই আমি

আমার হারা শরৎকে ফিরে পেলুম। আমি সে উপকারের আর কিসে শোধ দেব—এখন আমার শরৎকে তোমারি হাতে সমর্পণ ক'ল্লেম। তোমাকেই আমি আমার সমস্ত বিষয়ের অধিকারী ক'রে প্রাণ জুড়াব।

কামি। (অশ্রুপূর্ণনয়নে) হায়! আজ্ আমার কি সুখের দিন! আমি এক হতে আজ সকলকেই পেলেম। জগদীশ্বর! তোমার কৃপায় আমি আমার হারাধন সব একেবারে পেলেম; এখন একবার আহ্লাদে কাঁদি।

বিন। প্রেয়সি! শরৎ আমার যেমন মেয়ে, বিলাসও তার তেমনি উপযুক্ত পাত্র। আজ্ আমার সকল আশা পূর্ণ হলো। ভগি! তুই আর জন্মে আমার কে ছিলি; তুই আমাকে সকল ধন সংগ্রহ ক'রে দিলি; তোর ধার আমি ম'রে গেলেও শোধ দিতে পার্ব্বো না! সভাসদগণ! আজ্ আমার বড় শুভ দিন! আজ্ আমি আমার লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাব। তোমরা কেউ গিয়ে শীঘ্র বাটীতে সংবাদ দিয়ে এস, আর একখানা পালকী আন্তে বল।

[প্র, পারিষদের প্রস্থান।

কামি। নাথ! আমার শরৎ বিলাসের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেন; আজ্ সেই শরৎকে বিলাসের হাতে সমর্পণ ক'রে আমার চ'কের সার্থক ক'র্লে।

আমি এত দিন এই কুটীরে ছিলেম, আমার মনে আর কোনো বাসনা ছিল না; কেবল দিন রাত্ পরমেশ্বরকে ডাক্‌তুম আর কিসে তোমার মুখকমল দেখ্‌তে পাব এই চিন্তায় মগ্ন থাক্‌তুম। আজ্ আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হলো; আজ্ আমি নীলকান্তমণি, অয়স্কান্ত মণি সকলি লাভ ক'ল্লেম। প্রাণবল্লভ! দাসী যে শ্রীচরণে সহায় পেলে—এর চেয়ে আর সুখের কি আছে?

বিন। প্রাণাধিকে! আজ্ আমি তোমাকে লাভ ক'ল্লেম; তোমার প্রতি যে সব নৃশংস ব্যবহার করেছিলেম সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আজ্ লক্ষ মুদ্রা অনাথ দুঃখীদিগকে দান ক'র্ব্বো। তা হলেই আমার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে।

সভাসদগণ। আজ্ আমাদের দেশ সুদ্ধ লোকের আমোদের আর পরিসীমা নাই। আমরা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার শরৎকুমারী চিরজীবী হউন, বিলাসের সঙ্গে চিরকালই সুখে কালযাপন করুন। আপনার রাজলক্ষ্মী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। আপনারা উভয়ে দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করুন।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।